পাক্ষিক

আহ্‌মদী

মানব
জাতির
জন্য জগতে
আজ কুরআন
ব্যতিরকে
আর কোন ধর্মগ্রন্থ
নাই এবং আদম
সন্তানের জন্য
বর্তমানে
মোহাম্মদ
মোস্তফা (সাঃ)
ভিন্ন, কোন রসুল
ও শাফায়াতকারী নাই।
অতএব তোমরা সেই
মহা গৌরব সম্পন্ন
নবীর সহিত
প্রেমসূত্রে আবদ্ধ
হইতে চেষ্টা কর
এবং অন্য কাহা-
কেও তাঁহার উপর
কোন প্রকারের
শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত
মসীহ মওউদ (আঃ)

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৮ বর্ষ ॥ ২২শ সংখ্যা

১৭ই চৈত্র ১৩৯১ বাংলা ॥ ৩১শে মার্চ ১৯৮৫ ইং ॥ ৮ই রজব ১৪০৫ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাঙলাদেশ ও ভারত ৩০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৫ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক 'আহ্‌মদী' | ৩১শে মার্চ ১৯৮৫ | ৩৮শ বর্ষ: ২২শ সংখ্যা:

বিষয়	লেখক	পৃ:
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা তওবা (১০ম পারা, ১১শ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : হুকুমত এবং পদ প্রর্থনার আকাঙ্খা গর্হিত	এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৩
* অমৃত বাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	৪
* জুম্‌য়ার খোৎবা :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : জনাব নজীর আহমদ ভুইয়া	৫
* নববর্ষের মোবারকবাদ এবং পয়গাম :	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	১৭
* পাক্তিানের অধ্যাদেশ এবং জাতিসংঘ :	অনুবাদ : জনাব মকবুল আহমদ খান	১৯
* সংবাদ :	সংকলন : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	২৮

আখবারে আহমদীয়া

হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) লণ্ডনে আল্লাহতায়ালার ফজলে সুস্থ আছেন। আল-হামদুলিল্লাহ। হুজুর আকদাসের কর্মকম দীর্ঘায়ু এবং সকল দ্বীনি উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীতে পূর্ণ সাফল্যের জন্য বন্ধুগণ দোওয়া জারি রাখিবেন।

শোক সংবাদ

বড়ই ব্যথিত হৃদয়ে জানাইতেছি যে আমাদের মোখলেছ আহমদী ভাই জনাব রশিদ খাঁন সাহেব বিগত ১৫/৩/৮৫ রাত্রি ১ ঘটিকায় ইন্তেকাল করিয়াছেন ইন্নালিল্লাহে..... রাজেউন। মরহুম হিন্দু হইতে মুসলমান হইয়াছিলেন এবং আহমদী হওয়ার দরুন চরম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েও ছাবেত কদম ছিলেন। আহমদী পাড়াস্থ মরহুম শেখ আবদুল গণি সাহেবের মেয়ে বিবাহ করেছিলেন এবং মৃত্যুকালে তিনি ৩ মেয়ে ও ২ ছেলে ও বিবি রাখিয়া গিয়াছেন। মরহুমের রুহের মাগফেরাত ও এতীম বাচ্চা ও বিধবা স্ত্রীর জন্য সকলের নিকট দোওয়ার প্রার্থী।

খাকছার—মোঃ সলিমুল্লাহ
সদর মুয়াল্লেম, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৩৮ বর্ষ : ২২শ সংখ্যা

১৫ই চৈত্র ১৩৯১ বাংলা : ৩১শে মার্চ ১৯৮৫ইং : ৩১শে আমান ১৩৬৪ হিঃ শামসী

তরজমাতুল কোরআন

৯ম সুরা তওবা

[ইহা মাদানী সুরা, ইহার ১২৯ আয়াত এবং ১৬ রুকু আছে]

১০ম পারা ১১শ রুকু

৮১। পশ্চাতে পরিত্যাক্ত (মুনাফেক)গণ আল্লাহর রসুলের খেলাফ (চলিয়া) স্ব স্ব গৃহে অবস্থানে আনন্দে উৎফুল্ল ছিল এবং আল্লাহর পথে নিজেদের জান মাল দিয়া জেহাদ করাকে অপসন্দ করিয়াছিল এবং তাহারা (একে অপরকে) বলিয়াছিল, তোমরা এই প্রচণ্ড গরমে বাহির হইও না ; তুমি বল, জাহান্নামের আগুন ইহা অপেক্ষা বহুগুণে বেশী গরম ; আফসোস যদি তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিত।

৮২। অতএব তাহাদিগকে তাহাদের কৃতকর্মের প্রতিফলের জন্য অল্প হাসা এবং অধিক কাঁদা উচিত।

৮৩। অতএব আল্লাহ যদি তোমাকে তাহাদের মধ্যে কোন এক দলের নিকট পুনরায় ফিরাইয়া আনেন এবং তাহারা তোমার নিকট (ভবিষ্যতে কোন যুদ্ধে যোগদানের জন্য) বাহির হওয়ার অনুমতি চাহে, তাহা হইলে বল, তোমরা কখনও আমার সঙ্গে (যুদ্ধের জন্য) বাহির হইবে না এবং আমার সঙ্গী হইয়া দুশমনের বিরুদ্ধে কখনও যুদ্ধ করিবে না কারণ তোমরা প্রথম বারে (পিছনে) বসিয়া থাকা পছন্দ করিয়াছিলে ; অতএব (ভবিষ্যতে সদা) তোমরা পিছনে অবস্থানকারীদের সহিত বসিয়া থাক।

৮৪। এবং তাহাদের মধ্যে কেহ মারা গেলে, তুমি কিছুতেই তাহার (জানাযার) নামায পড়িওনা এবং তাহার কবরের পার্শ্বে (দোওয়ার জন্য) দাঁড়াইও না কারণ তাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রসুলকে অস্বীকার করিয়াছে, এবং এমন অবস্থায় মরিয়াছে যখন তাহারা আনুগত্য হইতে খারিজ হইতেছিল।

৮৫। এবং তাহাদের মাল ও তাহাদের আওলাদ যেন তোমাকে বিস্মিত না করে, আল্লাহ কেবল চাহেন যেন তিনি উহাদের দ্বারা তাহাদিগকে এই দুনিয়াতে আযাব দেন এবং যেন কুফরের অবস্থায় তাহাদের জান বাহির হইয়া যায়।

৮৬। এবং যখন কোন সুরা (এই আদেশ সহ) নাযেল করা হয় যে, তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান আন এবং তাঁহার রসুলের সহিত মিলিয়া জেহাদ কর তখন তাহাদের মধ্যে মালদার ব্যক্তিগণ তোমার নিকট অনুমতি চাহে এবং বলে, আমাদিগকে পিছনে ছাড়িয়া দেন যেন আমরা পিছনে উপবিষ্ট লোকদের সঙ্গে থাকি।

৮৭। তাহারা পিছনে অবস্থানকারী (গোত্র)দের সঙ্গে থাকিতে পছন্দ করিল; এবং তাহাদের, হৃদয়ের উপর মোহর মারিয়া দেওয়া হইয়াছে, ফলে তাহারা (তাহাদের বদ আমলের জন্য) বুঝিতে পারে না।

৮৮। কিন্তু এই রসুল এবং যাহারা তাঁহার সঙ্গী হইয়া (আল্লাহর উপর) ঈমান আনিয়াছে তাহারা তাহাদের মাল এবং তাহাদের আওলাদ দিয়া জেহাদ করে; বস্তুতঃ ইহাদের জন্য সর্বপ্রকার কল্যাণ আছে, এবং তাহারাই পরিণামে সফলকাম হইবে।

৮৯। আল্লাহ তাহাদের জন্য এমন বাগান সমূহ প্রস্তুত রাখিয়াছেন যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত, তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিতে থাকিবে; ইহা সর্বাপেক্ষা বড় সাফল্য। (ক্রমশঃ)

('তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ)

"তোমরা যদি চাহ যে, স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে। নিজেদের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহর সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহ্‌-তায়ালার শেষ ধর্মমণ্ডলী, সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও, যাহা হইতে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নয়।" (কিশ্‌তি-এ-নূহ)

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

হাদিস শরীফ

হুকুমত এবং পদ প্রার্থনার আকাঙ্খা গর্হিত

১। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আন্হু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: 'মুত্তাকী হও, তাহা হইলে সর্বাপেক্ষা বড় 'আবেদ' (উপসানাকারী) হইয়া পড়িবে। সন্তোষ অবলম্বন কর, সর্বাপেক্ষা শোকর-গুজার বলিয়া বিবেচিত হইবে। লোকের জন্য তাহাই চাহিবে, যাহা নিজের জন্য চাও। ইহাতে প্রকৃত মুমেন বলিয়া অভিহিত হইবে। উত্তম প্রতিবেশী হও, সাচ্চা মুসলমান কথিত হইবে। অল্প হাসিবে, কারণ অধিক হাসিলে দেল্ মুর্দা হইয়া পড়ে।"

২। ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার পানাহ্ (আশ্রয়) চায়, তাহাকে তোমরাও আশ্রয় দিবে, যদি সামর্থ্য না থাকে তবে অন্ততঃ ভাল কথাই বলিবে। যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার নাম লইয়া চায়, তাহাকে অবশ্যই কিছু দিবে, যদি সামর্থ্য না থাকে তবে অন্ততঃ ভাল কথা বলিবে। যে ব্যক্তি দাওয়াত করে, তাহার দাওয়াত কবুল করিবে। যে ব্যক্তি তোমাদের সঙ্গে সুব্যবহার করে, তাহার সুব্যবহারের প্রতিদান যে কোন প্রকারে অবশ্যই দিবে। যদি সম্পূর্ণ প্রতিদান সম্ভবপর না হয়, তবে অন্ততঃ ভাল রূপে দোওয়া করিবে। তাহার জন্য এত দোওয়া করিবে যেন অনুভব করিতে পার তাহার ইহসানের প্রতিদান শোধ করিয়াছ।"

(আবু দাউদ; 'কিতাবুয-কাহ্; 'বাবু আতিয়াতু মান সাআলা-বিল্লাহে; ১:২৩৫ পৃঃ)

৩। হযরত হাসান বিন আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন: "আমার স্মরণ আছে যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একদা ফরমাইয়াছিলেন, 'যাহা তোমার হৃদয়ে বাধে এবং উদ্বেগ সৃষ্টি করে, তাহা পরিত্যাগ করিবে এবং যাহা তোমাকে উদ্বিগ্ন করে না এবং তৎ-সম্বন্ধে তোমার 'ইৎমিনান' (মনের স্বস্তি) থাকে, তাহা করিবে।"

('বুখারী' কিতাবুল বুয়ু 'বাবু তফসীরুল-মুতাশাবিহাত; ১:২৭৫ পৃঃ)

৪। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু-তায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: প্রতিটি মানুষের মধ্যে তাহার ইসলামের সৌন্দর্য ইহাই যে, সে যেন নিরর্থক, নিস্ফল, বৃথা বিষয়, কার্য ও কথা সব পরিহার করে।"

('তিরমিযি' কিতাবুযযুদ; ২:৫৫ পৃঃ)

[হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হইতে উদ্ধৃত]

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

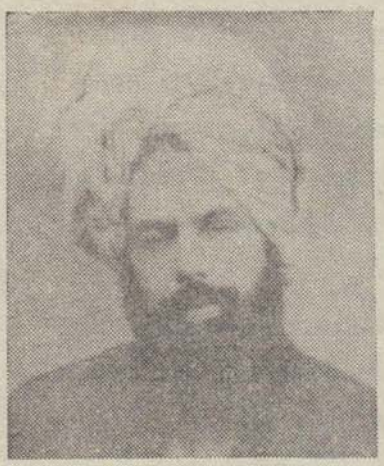

'আল্লাহতায়ালার সহিত সম্পর্ক যদি পরিচ্ছন্ন না হয়, তাহা হইলে মানুষের ছল-চাতুরী তাঁহার গজবকে আরও উত্তেজিত করে।'

'লোক দেখান ভাব এবং বাহ্যিকতার দ্বারা কোন ফল হয় না, আল্লাহতায়ালা মানুষের মধ্যে সাচ্চা পরিবর্তন চান।'

আল্লাহতায়ালা মানুষের হৃদয় দেখেন এবং তিনি মানব হৃদয়ের সুক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ও গোপনতম ধ্যান-ধারণাকেও জানেন। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সাচ্চা দেলের সহিত আল্লাহর দিকে না আসে, লোক দেখান ভাব এবং বাহ্যিকতার দ্বারা কোন ফলোদয় হয় না। খোদাতায়ালা সত্যিকার পরিবর্তন চান; আমি দেখিতেছি যে এখনও উহা সৃষ্টি হয় নাই। যখন মানুষ সেই পরিবর্তন নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করিবে তখন আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, লোকদের কিছু অংশও যদি ভাল হইয়া যায়, তাহা হইলে আল্লাহতায়ালা দয়াপরবশ হইবেন। মানুষের সামনে নেক ও পুণ্যবান হওয়ার ভান করা এবং নিজেকে বড় মুত্তাকী ও খোদাভীরু বলিয়া প্রকাশ করা—ইহা আরও গুরুতর চাতুর্য। এইরূপ ব্যক্তিদের মধ্যে বড় বড় গোপন খারাপি থাকে। আমি দেখিতে পাই যে, জগতে বাহ্যিক তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়া সহস্র সহস্র ধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু খোদাতায়ালা আসলে দেখেন যে, তাঁহার সহিত মানুষের সম্বন্ধ কিরূপ। যদি আল্লাহতায়ালার সহিত সম্পর্ক পরিচ্ছন্ন না হয়, তাহা হইলে এই সকল চালাকী চাতুরী আল্লাহতায়ালার গজব ও ক্রোধকে আরও উত্তেজিত করে। মানুষের উচিত, আল্লাহ-তায়ালার সহিত পরিস্কার সম্পর্ক স্থাপন করা এবং পূর্ণ ফরমাবরদারী ও এখলাস, আজ্ঞানুবর্তিতা ও নিষ্ঠার সহিত তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন করা এবং তাঁহার বান্দাদিগকে কোন প্রকার কষ্ট না দেওয়া। কোন ব্যক্তি হলুদ বর্ণের (গেরুয়া) কাপড় অথবা সবুজ লেবাস পরিধান করিয়া পীর-ফকীর সাজিতে পারে। দুনিয়াদার ব্যক্তিরা তাহাকে পীর-ফকীর বলিয়াও মনে করিয়া নেয়। কিন্তু খোদাতায়ালা তাহাকে ভালভাবেই জানেন যে সে কি ধরনের মানব এবং সে কি ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত। সুতরাং প্রকৃত ও সঠিক চিকিৎসা এই যে মানুষ যেন খোদাতায়ালার সমীপে তাহার সকল গোনাহ হইতে তৌবা করে এবং তাঁহার নির্ধারিত সীমাসমূহ ভঙ্গ বা লঙ্ঘন না করে, তাঁহার মখলুক ও সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে, কাহারও সহিত অসৎ বা দুর্ব্যবহার না করে এবং এই সব কাজ এখলাস ও সরলতার সহিত সম্পাদন করে, লোক দেখানোর নিয়তে যেন না করে। মানুষ যদি নিজের মধ্যে এই প্রকারের পরিবর্তন সাধিত করে, তাহা হইলে আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, আল্লাহতায়ালা কৃপার সহিত তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন।"

(মলফুজাত, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ১৩)

অনুবাদ : মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

জুমুয়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[২৪শে আগষ্ট, ১৯৮৩ ইং তারিখে মসজিদে ফজল, লণ্ডনে প্রদত্ত]

মোমেনদের জন্য পরীক্ষার সাথে আল্লাহর রহমত নাজেল হইতে থাকে।

পাকিস্তানে জামাতের বন্ধুগণ জুলুমের যুগের মধ্যে বিলুল পরিমাণে আল্লাহতায়ালার গায়েবী সাহায্য ও রহমতের দৃশ্যাবলী প্রত্যক্ষ করিতেছে।

সমগ্র বিশ্বে তবলীগের একটি নূতন স্রোতধারা প্রবাহিত হইতেছে এবং অধিক সংখ্যায় লোক জামাতে প্রবেশ করিতেছে।

তাশাহুদ ও তায়াউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর কোরআন করীমের সুরা আলাম নাশরাহের নিম্নলিখিত আয়াত গুলি তেলাওয়াত করেন :—

فان مع العسر يسرا ○ ان مع العسر يسرا ○ فاذا فرغت فانصب ○ والى ربك فارغب ○

(অর্থ :—"প্রত্যেক দুঃখ-কষ্টের সাথে একটি বড় কৃতকার্য্যতা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। নিশ্চয়ই এই দুঃখ-কষ্টের সাথে একটি আরও বড় কৃতকার্যতা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। অতএব যখনই তুমি অবসর হইবে তখন খোদাতায়ালার সহিত মিলিত হওয়ার জন্য পুনরায় প্রচেষ্টায় লাগিয়া যাও এবং তুমি স্বীয় রাবে'র প্রতি মনোযোগী হও।"—অনুবাদক)।

অতঃপর বলেন :—

যে আয়াতগুলি এখন আমি তেলাওয়াত করিলাম, উহাদের মধ্যে প্রথম আয়াত فان مع العسر يسرا এর তরজমা এই করা হইয়া থাকে যে, প্রত্যেক অসচ্ছলতার পরে একটি স্বচ্ছলতার যুগও রহিয়াছে। এই তরজমা সঠিক বটে। কিন্তু فان بعد العسر يسرا বলা হয় নাই বরং ان مع العسر يسرا বলা হইয়াছে যে, عسر অর্থাৎ অসচ্ছলতার সাথে একটি সচ্ছলতা আছে। এখানে بعد শব্দটি বাদ দিয়া مع শব্দটি ব্যবহার করার মধ্যে একটি গভীর প্রজ্ঞা রহিয়াছে। একদিকেতো بعد এ কিছুটা দূরত্ব সৃষ্টি হইয়া যায়। হইতে পারে, عسر এর যুগে একটি দীর্ঘ সময়ের বিরতীর পর يسر শুরু হইবে। অতএব এই ভীতি থাকে যে بعد কতনা দীর্ঘ হইয়া যাইবে। এই ভীতি দূর করার জন্য مع হইতে উত্তম শব্দ ব্যবহার করা যাইত না। বলা হইয়াছে, তোমাদের عسر এবং তোমাদের يسر এর মধ্যে কোন দূরত্ব

নাই। عسر এর অব্যবহিত পরে খুবই দ্রুত গতিতে তোমরা يسر এর যুগ প্রত্যক্ষ করিবে। অতএব একদিকেতো مع একটি নূতন অর্থ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে এবং অন্যদিকে একই সময় عسر এবং يسر এর দৃশ্যাবলী দেখানোর জন্যও مع শব্দটি আরো একটি বিষয়বস্তুকে এই আয়াতে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছে। অর্থ এই যে, যদি তোমরা খোদার তরফ হইতে কোন কোন পরীক্ষা দেখিতে থাক, তাহা হইলে ইহা কেন দেখ না যে এই সকল পরীক্ষার সাথে সাথে আল্লাহর রহমতও তো নাযেল হইতেছে। যেখানে তোমরা অসচ্ছলতা ও কষ্ট দেখিতেছ, সেখানে ঐ সকল অসচ্ছলতা ও সুখকেও দেখ, যাহা আকাশ হইতে তোমাদের জন্য সাথে সাথে নাযেল হইতেছে। ইহাতে না بعد পাওয়া যায় এবং না দূরত্ব দেখা যায়। ইহা একই সময় প্রকাশিতব্য একটি দৃশ্য, যাহার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে। সুতরাং পাকিস্তানে আজকাল জুলুমের যে বিশেষ যুগ চলিতেছে, সেখানেও বিপুল সংখ্যায় লোকেরা আল্লাহতায়ালার গায়েবী সাহায্য ও রহমতের দৃশ্যাবলী প্রত্যক্ষ করিতেছে। পাকিস্তান হইতে আজকাল যে সকল শত শত চিঠি পাওয়া যাইতেছে, ঐগুলির মধ্যে খোদার স্নেহ ও ভালবাসার আশ্চর্য্যজনক কাহিনী লিপিবদ্ধ থাকে। পাকিস্তানের বন্ধুরা ঐ সকল কাহিনী লিখিয়া লিখিয়া বহির্বিশ্বের লোকদিগকে শান্ত্বনা দিয়া থাকে। বস্তুতঃ এইরূপ অনেক লোক, যাহারা পাকিস্তান হইতে এইরূপ চিঠি পাইয়া থাকে, তাহারা ঐগুলি আমার নিকট পাঠাইয়া দেয়। তাহারা বহির্বিশ্বে বসবাসকারী তাহাদের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদিগকে সেখান হইতে শান্ত্বনা দিয়া থাকে যে, চিন্তা করিওনা, আমরা আল্লাহর ফজলে সম্পূর্ণরূপে ভাল আছি। যেখানে কোন কোন পরীক্ষা আসে, সেখানে খোদার ফজলও এত বিপুলধারায় অবতীর্ণ হইতেছে ও এত আধ্যাত্মিক উন্নতির সৌভাগ্য লাভ হইতেছে যে, জাতি শত শত বৎসর সাধনা করিয়া যে মোকাম অর্জন করে, উহা আল্লাহ-তায়ালা কয়েক সপ্তাহ ও কয়েক মাসে দান করিতেছেন।

অতএব مع العسر يسرا এর ইহাও একটি মর্মার্থ যে, কোন কোন জায়গায় পরীক্ষাতো আসে, কিন্তু অন্য কোন জায়গায় বিপুলাকারে ফজলের পর ফজল নাজেল হইতেছে। এখানে এলাকার পরিবর্তন হইয়া যাইবে। কোন কোন এলাকাতে পরীক্ষা আসে। কিন্তু সব এলাকায় তো আর পরীক্ষা আসে না, যেইরূপে মৌওসুমের পরিবর্তন ঘটিতে থাকে এবং একই সময়েও পৃথিবীতে বিভিন্ন মৌওসুম দেখিতে পাওয়া যায়। মৌওসুমের পরিবর্তন হয় এবং মৌওসুম আগে ও পরে আসে। অনুরূপভাবে Space এও (মহাশূন্য) কোন এক সময় পরিবর্তন দেখা দেয়। অতএব مع العسر يسرا কথাগুলি অর্থের এই একটি জগতও আমাদের সম্মুখে উদঘাটিত করিয়াছে। সুতরাং আজ আমি আল্লাহতায়ালার এহসানের কিছু দৃষ্টান্ত জামাতের নিকট তুলিয়া ধরিতেছি, যাহাতে তাহারা বুঝিতে পারে যে, খোদা-তায়ালা কিভাবে সমগ্র পৃথিবীতে বিপুলধারায় স্বীয় ফজল নাযেল করিতেছেন এবং ইহার জন্য আমি আজ তবলীগের বিষয়-বস্তুকে নির্বাচন করিয়াছি। প্রাণের কোরবানী এবং মালের

কোরবানী এবং আবেগের কোরবানী সম্পর্কে এবং এইগুলির ক্ষেত্রে আল্লাহতায়ালার ফজলের বর্ণনা আমি পূর্বে বার বার করিয়া আসিয়াছি। এখন আমি তবলীগের বিষয়ে আপনাদিগকে এই কথা বলিতে চাহিতেছি যে, আল্লাহতায়ালার ফজলে সমগ্র বিশ্বে তবলীগের একটি নূতন স্রোতধারা প্রবাহিত হইতেছে এবং এইরূপ দেশে, যেখানে তবলীগের গতি খুবই মন্থর ছিল, সেখানেও খোদার ফজলে গতি খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এইরূপ জাতি যাহাদের মধ্যে আহমদীয়াতের প্রসার সামান্য ছিল এবং যাহাদের মধ্যে শিথীলতা পরিদৃষ্ট হইত, তাহারাও খুব দ্রুতগতিতে এখন জামাতের প্রতি মনোযোগী হইতেছে। বস্তুতঃ বিগত দুই এক মাসের ভিতর আরবী ভাষাভাষী জাতির মধ্য হইতে খোদার ফজলে ২৮ জন বয়াত করিয়াছে, যাহাদের মধ্যে খাঁটি আরবের লোকও রহিয়াছে এবং উত্তর আফ্রিকার আরববাসীও রহিয়াছে। পূর্বে এই প্রবলতা দৃষ্টিগোচয় হইত না। ইউরোপের দুইটি দেশে বরং তিনটি দেশে খোদার ফজলে আরববাসীরা বয়াত গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহারা বড়ই নিষ্ঠাবান। ডেনমার্কেতো উপর্যুপরি দুইজন আরব নওজোয়ান বয়াত গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহারা খুব দ্রুতগতিতে তাহাদের নিষ্ঠায় উন্নতি করিতেছে। তাহারা পুস্তক-পুস্তিকা নিতেছে, অন্যদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে এবং শলাপরামর্শ দিতেছে যে, কিভাবে তাহাদের জাতির মধ্যে তবলীগ হওয়া উচিত। তাহারা তাহাদের দেশের বেশ উঁচু শ্রেণীর শিক্ষিত ও উঁচু বংশের লোক। অতএব ইহাও আল্লাহর একটি অসাধারন ফজল, যাহা আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। কেবল মাত্র দরদের সংগেই দোওয়া করা উচিত নয়। শোকরের সংগেও দোওয়া করা উচিত। এই বিষয়টি আপনারা কখনই ভুলিয়া যাইবেন না। কেননা দরদ দ্বারা একটি ছোট খাট অভিযোগ সৃষ্টি হইয়া যায়। যত অধিক আদবের ব্যাপার হইবে, তত অধিক মানুষ নিজেদের আওয়াজে এই অভিযোগকে দাবাইয়া রাখে। কিন্তু তাহার হিচকী তবুও তাহার অভিযোগ প্রকাশ করিয়া দেয়। অভিযোগ তো গোপন থাকিতে পারে না। এই জন্য বন্ধুগণের উচিত তাহারা খোদার হুজুরে যখন বেদনাভরা হিচকী দেয় তখন যেন শোকরও প্রকাশ করে। কেননা এই অন্ধকারেও খোদাতায়ালা স্বীয় ফজলের দ্বারা আলোর উপকরণ সৃষ্টি করিতেছেন।

পশ্চিম জার্মানীর জামাত সম্পর্কে আমি পূর্বেও বলিয়াছি যে, তাহারা খোদার ফজলে ইউরোপের সব দেশের চাইতে সর্বাগ্রে রহিয়াছে। আমি তাহাদিগকে এক বৎসরের মধ্যে একশত নূতন আহমদী বানানোর যে টারগেট দিয়াছিলাম, উহার মধ্যে তাহারা অর্ধেক পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। অর্থাৎ জুলাই মাস পর্যন্ত সাড়ে ছয়মাসের মধ্যে খোদার ফজলে সেখানে ৫০টি বয়াত হইয়াছে এবং এখনও সাড়ে পাঁচ মাস বাকী রহিয়াছে। যেইরূপে চাঁদার ব্যাপারে দেখা যায় যে, শেষের দিকে গতি দ্রুত হইয়া যায়, যদি অনুরূপভাবে আমরা তাহাদের নিকট হইতে আশা করি তবে আশা করা যায় যে, ইনশায়াল্লাহতায়ালা, তাহারা একশত অতিক্রম করিয়া যাইবে।

ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় স্থানে রহিয়াছে। যদিও জামাতটি খুবই বড়, এখানে মাত্র ৮টি বয়াত হইয়াছে। এখন বন্ধুগণের চিঠি-পত্র হইতে মনে হইতেছে যে, কিছু মনোযোগ সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু যেহেতু তাহারা Late Starters (বিলম্বে আরম্ভকারী) এবং এই ময়দানে বিলম্বে আগমনকারী, অতএব ফল প্রকাশিত হইতে কিছু সময় লাগিবে। তবলীগের জন্যতো প্রথমে প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। উদাহরণস্বরূপ, চিনা-পরিচয়ের প্রয়োজন হয়। সম্পর্কের পরিধি বৃদ্ধি করিতে হয় এবং অতঃপর বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হয়। জমিন বদলাইতে হয়। কোন কোন প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয় না। তখন অন্য জায়গা দেখিতে হয়। কোন কোন সময় এমনও হয় যে, একটি পন্থা অবলম্বন করা হইল। কিন্তু উহা ফলপ্রসূ হইল না। তখন নুতন পন্থা অবলম্বন করিতে হয়। অতএব এই কৌশলতো ক্রমান্বয়ে শিখিতে হইবে। একদিনেই তো মানুষ পালোয়ান হইয়া যায় না। যেইভাবে আমি বন্ধুদের চিঠি-পত্র হইতে আন্দাজ করিতেছি, তাহাতে ইনশাআল্লাহতায়ালা আশা করা যায় যে, যখন ইংল্যাণ্ডের জামাত পূর্ণোদ্যমে তবলীগ শুরু করিবে তখন ৭-৮ এর ব্যাপার হইবে না, বরং ব্যাপার শতে শতে গিয়া পৌঁছিবে, ইনশাআল্লাহতায়ালা।

যেমন আমি পূর্বে বলিয়াছি, ডেনমার্ক ও সুইডেনও বয়াত হইয়াছে। এইরূপ বয়াত দুই জায়গায় হইয়াছে, যাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যাহাকে Iron curtain (লৌহ যবনিকা) বলা হয় অর্থাৎ যাহাকে কমিউনিষ্ট দুনিয়া বলা হয়, উহার মধ্যে একটিতো যুগশ্লাভিয়া, যেখানে খোদার ফজলে প্রথম হইতেই জামাত প্রতিষ্ঠিত আছে। সেখানে যখনই ওয়াকফে আরজীর লোকেরা (সাময়ীকভাবে যাহারা সময় উৎসর্গ করে) গিয়াছে, তাহাদিগকে খোদাতায়ালা নুতন ফল দান করিয়াছেন। সেখানে উন্নতির সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইউরোপীয়ান দেশগুলির (যাহার মধ্যে যুগশ্লাভিয়াও রহিয়াছে) প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। উহাদের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি হইতেছে এবং ইসলামের প্রতি আকর্ষণ লক্ষ্য করা যাইতেছে। এইজন্য উহাদের প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

যে দুইটি দেশের বয়াতের কথা আমি উল্লেখ করিয়াছি, ঐগুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত নহে। ইহাদের মধ্যে একটি হইল পোল্যাণ্ড। সেখান হইতে ওয়াকফে আরজীর প্রতিনিধি দলের পক্ষ হইতে তাজা খবর আসিয়াছে যে, সেখানে খোদার ফজলে দুইটি বয়াত হইয়াছে। ইমাম জোকের (মাহমুদ তাহা জোক) প্রচেষ্টায় ও খোদার ফজলে এই ফল লাভ হইয়াছে। ওয়াকফে আরজীর লোকেরা লিখিয়াছে, "ইহা আমাদের পরিশ্রমের ফলতো নয়, বরং ইমাম জোক প্রথম হইতেই তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছিলেন।" পোলাণ্ডে পূর্ব হইতেই ইসলামের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় এবং এখন যেহেতু কমিউনিষ্ট ফিলসফির (সাম্যবাদী দর্শনের) প্রতি একটি বিতশ্রদ্ধা সৃষ্টি হইতেছে, অতএব খৃষ্টান মতবাদ সেখানে আবার বিস্তার লাভ করিতেছে। অতএব খোদার ফজলে সেখানে ইসলামের বিস্তার লাভেরও সম্ভাবনা রহিয়াছে। আল্লাহ্‌-তায়ালা তাহাদিগকে আরো অধিক তৌফিক দান করুন। সেখানে একটি ভিত্তি তৈরী হইতেছে, যাহা ইনশাআল্লাহ্‌ একটি শক্তিশালী জামাতে পরিণত হইবে।

গ্রীসে প্রথমবারের মত দুইজন গ্রীস-বাসীর মুসলমান হওয়ার সুসংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই দুইজন যাহারা আহমদীয়াত গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা গ্রীস দেশীয় মাতা। তাহাদের সন্তানেরাও তাহাদের সংগে আছে। তাহারা দুইজনেই ইংল্যাণ্ডে থাকেন। একজনতো এখান হইতে গ্রীসে ফিরিয়া গিয়াছেন এবং খুবই নেক উদ্দেশ্য লইয়া গিয়াছেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, তিনি গ্রীসে গিয়া নিজ বংশের লোকজনের নিকট এবং নিজ এলাকাবাসীর নিকট ইসলামের তবলীগের জন্য প্রচেষ্ট করিবেন।

যদিও আমেরিকায় জামাত খুবই শিক্ষিত এবং স্থানীয়ভাবে আমেরিকানরাও খোদার ফজলে যথেষ্ট সংখ্যায় আহমদী, কিন্তু তবলীগে আমেরিকা পশ্চাতে রহিয়াছে। ডেটনে একটি জামাত রহিয়াছে। তাহারা কখনো উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখাইয়া থাকে এবং একদম সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকে। কিন্তু তাহারা আবার ঘুমাইয়াও পড়ে এবং কিছু বিশ্রাম করে। অতএব আমেরিকান আহমদীয়া জামাতের মনোযোগ দেওয়া উচিত। এই মুহূর্তে কিছু আমেরিকান প্রতিনিধি এখানে উপস্থিত রহিয়াছেন। তাহাদিগকে আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিয়া কথাগুলি বলিতেছি। আমেরিকান পাকিস্তানী আহমদী বন্ধুগণ তবলীগ একবারেই করিতেছেন না। আফ্রিকান. যাহারা আমেরিকান আফ্রিকান, তাহারাতো খোদার ফজলে তবলীগ করিয়া থাকেন এবং Whites-রাও (শ্বেতাংগরা) করিয়া থাকেন। অতএব গত বৎসর শ্বেতাংগ আমেরিকানদের মধ্যেও বয়াত হইয়াছে। কিন্তু আমি পূর্বেই বর্ণনা করিয়াছি যে. তাহারা কখনো জাগিয়া উঠেন এবং কখনো ঘুমাইয়া পড়েন। মোমেনদের জীবনে যে দৃঢ়তা পরিলক্ষিত হওয়া উচিত, উহা তাহাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। পাকিস্তানী আহমদীরাতো খুবই অকর্মন্য। তাহাদের মধ্যে যাহাদিগকে খুব বেশী নিষ্ঠাবান বলা হইয়া থাকে, তাঁহারা চাঁদার ব্যাপারে নিষ্ঠাবান। তাহাদের কোন কোন লোক সন্তানদিগকে নিজ নিজ গৃহে কোরআন শরীফ ইত্যাদি পড়াইয়া থাকেন এবং তাহাদিগকে তরবিয়তও করিতেছেন। ইহাও বড় জরুরী কাজ এবং খুবই মৌলিক কাজ। কিন্তু আমেরিকার জামাত তবলীগে খুবই পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া আমেরিকান পাকিস্তানী এই কাজে খুবই পিছনে রহিয়াছে। সম্ভবতঃ তাহাদিগকে খোদা-তায়ালা সুযোগ-সুবিধা অধিক দিয়াছেন। আর্থিক ও পার্থিব দিক হইতে সম্ভবতঃ তাহাদের পদ-মর্যাদা উচ্চ হইয়া গিয়াছে। এইজন্য সম্ভবতঃ তাহারা মনে করে যে আমরা তবলীগ করার লোক নই। তবলীগ তো নিম্ন শ্রেণীর লোকদের কাজ। এই চিন্তা ভাবনা সঠিক নহে। আমি পূর্বেও বলিয়াছি যে, উচ্চ সেই যে ভবলীগে উচ্চ এবং ভবিষ্যতে সেই উচ্চ হইবে এবং তাহাদের বংশধরদিগকে উচ্চ করা হইবে. যাহারা তবলীগে উচ্চ হইবে। যাহারা তবলীগে নীচে পড়িয়া যাইবে, তাহাদের বংশধরদের জন্যও কোন জামানত নাই।

নাইজেরিয়া হইতে ফজলে এলাহী আনওয়রী সাহেব চিঠির মাধ্যমে এই সুসংবাদ দিয়াছেন যে, একতো মুসল্লী নামক মোকামে ১২ একর জমি স্কুলের জন্য পাওয়া গিয়াছে। সেখানে একটি নূতন স্কুল, ইনশাল্লাহ প্রতিষ্ঠিত করা হইবে। দ্বিতীয়তঃ উগামুসা হইতে ১৫ মাইল দূরে একটি ক্ষুদ্র শহরে ১৬ জন বয়াত করিয়াছে এবং সেখানে খোদার ফজলে একটি নূতন জামাত কায়েম হইয়াছে। ১৬ হইতে ৩১শে জুলাই অর্থাৎ ১৫ দিনে তাঞ্জানিয়ায় ৮১টি বয়াত হইয়াছে। অতীতের বয়াতগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয় যে, প্রবণতাও দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছে।

উগান্ডায় বিগত দুই বৎসরের মধ্যে ২৩টি নূতন জামাত কায়েম হইয়াছে। কিন্তু বিগত কয়েক মাস হইতে সেখানে দুর্বলতা ও শিথীলতা দেখা দিয়াছে। অতএব উগান্ডা জামাতের মনোযোগী হওয়া উচিত। তাহাদের পূর্বের Momentum (বেগ) কায়েম রাখিতে হইবে। অন্যথা যদি একবার জামাত ঘুমাইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহাদিগকে পুনরায় জাগানো মুস্‌কিল হইয়া যাইবে। সেখানকার বিভিন্ন এলাকা হইতে দুই দুই, চার চার, পাঁচ পাঁচ করিয়া বয়াতের সংবাদ তো এখনো পাওয়া যাইতেছে। উদাহরণস্বরূপ, কামপলা হইতে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, অথবা মোহাম্মদ আলী কাটরে সাহেব যেখানে আছেন, সেখান হইতে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু পূর্বে যে খুরধার স্রোত বহিয়াছিল, সেই স্রোত এখন আর দেখা যায় না।

তাঞ্জানিয়ায় খোদার ফজলে মারোগরো মিশনারী ট্রেনীং কলেজের উদ্বোধন হইয়া গিয়াছে এবং একটি আনন্দদায়ক রিপোর্ট ইহাও পাওয়া গিয়াছে যে, অমুসলমানদের মধ্য হইতে ৫১ জন ব্যক্তি ইসলামে প্রবেশ করিয়াছে, যাহারা পূর্বে তাহাদের দুর্ভাগ্যের কারণে হযরত আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র সত্বার প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণ করিত। এখন তাহারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি এত ভালবাসার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছে যে, তাহাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। এখন তাহারা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের জন্য মন প্রাণ উৎসর্গ করিতেছে।

নূতন নূতন দেশে জামাত প্রতিষ্ঠা করার যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হইয়াছে, উহা কিছুটা এইরূপ যে, কোন কোন দেশের আহমদীদের উপর অন্য দেশের ভার ন্যস্ত করা হইয়াছে যে, তোমাদিগকে অমুক অমুক দেশে নূতন জামাত কায়েম করিতে হইবে। এই কাজে অনেক বন্ধু আলসাভরে কাজ করিতেছে এবং নিয়মিত রিপোর্ট প্রেরণ করিতেছে না। তাহারা যদি মনে করিয়া থাকে যে আমি ভুলিয়া যাইব, তাহা হইলে তাহারা ভুল করিবে। ইহা তো আমার জীবনের লক্ষ্য। আমি ইহা কিভাবে ভুলিতে পারি? আমি ওকালতে তবশীরের মনোযোগ আকর্ষন করিয়াছি যে এই ব্যাপারে তাহারা বার বার লিখিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করুন এবং তাহারা নিজেরাও মনোযোগী হউন। আপনাদের ইংল্যাণ্ডের পক্ষ হইতেও এই ব্যাপারে কোন রিপোর্ট পাওয়া যাইতেছে না যদিও এখানে তো দুই সপ্তাহের কোন প্রশ্ন নয়, বরং প্রত্যেক চতুর্থ বা পঞ্চম দিনে তবলীগের পরিস্থিতি সম্বন্ধে রিপোর্ট পাওয়া যাইতে পারে। প্রত্যেক দেশের আমীরের উচিত যে, তিনি প্রত্যেক রিপোর্টে অনিবার্য্যভাবে উল্লেখ করিবেন যে, এই মাসে স্থানীয়ভাবে কতজন আহমদী হইয়াছে, বৎসরের প্রথম হইতে এ যাবৎ কতজন আহমদী হইয়াছে, এবং নূতন নূতন দেশ, যাহার দায়িত্ব তাহাদের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে, ঐগুলির মধ্যে কোন্ কোন্ দেশে খোদার ফজলে চারা গজাইয়াছে।

অনুরূপভাবে নূতন নূতন জামাত প্রতিষ্ঠা করার কথা ছিল। ইহাও পরিকল্পনার একটি অংশ ছিল। উদাহরণস্বরূপ, কোন দেশে যদি একশত জামাত থাকে, তাহা হইলে উহাকে

দ্বিগুণ করিয়া দাও, অর্থাৎ জামাতের সংখ্যা দুইশত করিয়া দাও। কোন কোন বড় ভাল মোবাল্লেগ রহিয়াছেন, যাহারা মনোযোগের সহিত কাজ করিতেছেন এবং নিজেদের রিপোর্টে এই কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন। কিন্তু কোন কোন এইরূপ মোবাল্লেগও আছেন, যাহারা ঘুমাইয়া পড়েন এবং মনে করেন যে এখন আমি ভুলিয়া গিয়া থাকিব। তাঞ্জানিয়ার মোবাল্লেগ আবদুল ওহাব সাবের বড় সুন্দর রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন। তিনি বলেন, আমি আল্লাহতায়ালার ফজলে দি রিপাবলিক অব রুয়াণ্ডায় (গণপ্রজাতন্ত্রী রুয়াণ্ডায়) ১৬ই মে তারিখে ২২ ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত জামাতে আহমদীয়ার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছি। এইরূপে এখন একটি নূতন দেশও জামাতে আহমদীয়ার তালিকায় শামিল হইয়া গেল। এই দেশে পূর্বেও তবলীগের ফলশ্রুতিতে কিছু আহমদী হইয়াছিল। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে জামাতের প্রতিষ্ঠা এখন বাস্তবায়িত হইল এবং রুয়াণ্ডার যে এলাকায় বয়াত হইয়াছে, সেখানকার চীফ ৪ একর জমি ওয়াকফ করিয়াছেন। এই জমিটি খুবই সুন্দর একটি পাহাড়ের উঁচু জায়গায় অবস্থিত। কঠোর বিরুদ্ধাচরণ এবং ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও তিনি (চীফ) স্বীয় ওয়াকফে কায়েম রহিয়াছেন, তিনি জামাতকে এই উপহার দিতে গিয়া আদৌও কোন সঙ্কোচ করেন নাই। আল্লাহ-তায়ালা তাহাকেও উত্তম পুরস্কার দান করুন।

সিয়েরা লিওনে লিউটন মাধ্যমিক স্কুলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হইয়াছে। ইহার জন্য আল্লাহতায়ালা দেড়লক্ষ ইয়েন অর্থাৎ সত্তর হাজার পাউণ্ডতো তৎক্ষণাৎই ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং অবশিষ্ট অর্থ জামাত নিজের পক্ষ হইতে চেষ্টা করিয়া ইনশাআল্লাহতায়ালা সংগ্রহ করিয়া ফেলিবে। ফ্রিটাউন শহরে মসজিদ ও অফিস-গৃহ নির্মাণের কাজ শুরু হইয়া গিয়াছে। তাহাদের পাক্ষিক রিপোর্টে ৩৫ জনের বয়েতের উল্লেখ রহিয়াছে, সিয়েরা লিওনের তুলনায় এই সংখ্যা খুব কম। তাহাদের আরো অধিক চেষ্টা করা উচিত। বিগত দিনের তুলনায় লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, যে, খোদার বড় ফজল হইয়াছে। প্রত্যেক স্থান হইতে সাধারণতঃ ইল্লা মাশাল্লাহ ভাল রিপোর্ট আসিতেছে। অধিকাংশ দেশে উন্নতির ধারা দ্রুততার দিকে পরিলক্ষিত হইতেছে।

ঘানা হইতে চাঁদার যে রিপোর্ট তাহারা প্রেরণ করিয়াছেন, উহা এইরূপ যে, লাজনা ইমাউল্লাহর ইজতেমায় ২৬ হাজার, খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমায় ৪০ হাজার, ওদরওয়ার আঞ্চলিক সম্মেলন উপলক্ষে ৫ লক্ষ এবং টিমার আঞ্চলিক সম্মেলন উপলক্ষে ২ লক্ষ ৭০ হাজার সিডিস (ঘানার মুদ্রার নাম) সংগ্রহ করা হইয়াছে। তাহারা লিখিয়াছেন যে, যদিও অর্থনৈতিক দিক হইতে ঘানার অবস্থা খুবই খারাপ, কিন্তু ইহা আল্লাহতায়ালার ফজল যে, চাঁদার দিক হইতে অবনতির পরিবর্তে উন্নতি হইতেছে। ইহার অর্থ এই যে, জামাত ইখলাছে উন্নতি করিতেছে। কেননা এখানে চাঁদার যে উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে ইখলাছের মাপকাঠিতে করা হইয়াছে যে, মারাত্মক অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যে যেখানে দুর্ভিক্ষ

চলিতেছে, বরং দুর্ভিক্ষে মানুষ মারা যাইতেছে, সেখানে জামাতের বন্ধুরা চাঁদার অংক বৃদ্ধি করিতেছে। ইহা খোদার ফজলের একটি আশ্চর্যজনক নিদর্শন যে, ইখলাছ হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে উন্নতি করিতেছে।

ঘানায় বয়াত সম্বন্ধে বলিতে হয় যে, তাহাদের নিকট হইতে একশত দেড়শত বয়াতের সুসংবাদ আসিয়াছে। কিন্তু তাহাদের তুলনায় ইহা খুবই কম, যদিও পূর্বের তুলনায় তাহারা খুব খুশী এবং এই ব্যাপারে তাহারা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যে পূর্বের চাইতে গতি এখন দ্রুত। কিন্তু ঘানার মত দেশে যেখানে জামাতে আহমদীয়ার অসাধারণ প্রভাব প্রতিপত্তি রহিয়াছে, সেখানে গতি আরো অধিক দ্রুত হওয়া উচিত ছিল। যাহাহউক, ইহা সন্তোষ-জনক খবর যে, পাকিস্তানের পরিস্থিতি তাহাদের জন্য তবলীগের পথ প্রশস্থ করিয়া দিয়াছে। যখন হইতে পাকিস্তানের আহমদীদের উপর জুলুমের খবর আসিতে শুরু হইয়াছে, তখন হইতে জনসাধারণ ছাড়াও কোন কোন বিশেষ ব্যক্তিত্ব এবং বিভাগের লোকদের জামাতের প্রতি দ্রুততার সহিত আকর্ষণ ও মনোযোগ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। অতএব ফলাফলও ইনশাল্লাহতায়ালা এক সংগে প্রকাশিত হইবে। কেননা যখন এই মনোযোগ সৃষ্টি হয়, তখন উহা কয়েকদিনের মধ্যেতো বয়াতে পরিণত হয় না। কিছু সময় লাগে। কিন্তু আশা করা যায়, ইনশাল্লাহতায়ালা, ইহার খুব উত্তম ফল আমরা লাভ করিব।

অন্যান্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে কোন কোনটিতে তো সম্পূর্ণ অসাধারণভাবে মনোযোগ বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। গাম্বিয়াবাসীরা বয়াতের উপর নম্বরতো লাগাইতেছে। কিন্তু তাহারা ইহা বলিতেছে না এই নম্বর কতদিনের। উদাহরণস্বরূপ, এখন তাহাদের নম্বর হইতেছে ২১০৯। এখন ইহা বুঝা যাইতেছে না যে, এই বয়াতগুলি কি এক বৎসরের না পাঁচ বৎসরের। অতএব যে সকল রিপোর্ট তাহারা প্রেরণ করে, ঐগুলির মধ্যে তাহাদের ব্যাখ্যা থাকা উচিত।

আইভরি-কোষ্ট একটি ছোট দেশ। এখানকার জামাতও ছোট। কিন্তু খোদার ফজলে জুলাই মাসে সেখান হইতে ৫৭টি বয়াতের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ফিজি হইতে ৬টি সংবাদ আসিয়াছে। সেখানকার একটি নুতন দ্বীপে দুইজন খৃষ্টান মুসলমান হইয়াছে। তাহারা রোমান ক্যাথলিক ছিল অথবা অন্য কোন গীর্জার সংগে যুক্ত ছিল। কিন্তু তাহারা বড়ই কঠোর খৃষ্টান ছিলেন। তাহারা দুইজনেই আহমদী হইয়া গিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে একজন তরবিয়ত লাভ করার জন্য সুভায় গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি খুব উৎসাহ উদ্দীপনার সহিত তরবিয়তী ক্লাশে অংশগ্রহণ করিয়াছেন এবং নুতন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য লইয়া নিজ দ্বীপে ফিরিয়া গিয়াছেন। ফিজির জামাত দোওয়ার আবেদন জানাইয়াছে যে, আল্লাহতায়ালা যেন তাহাকে সেখানকার মোবাল্লেগ (প্রচারক) বানাইয়া দেন।

টেরাণ্ডাডিন কিছুকাল সম্পূর্ণ নীরব ছিল। এখন গতমাসে সেখান হইতে ৪৭টি বয়াতের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। মরিতানিয়াও একটি নুতন দেশ। সেখানে জামাত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেখান হইতেও ১৬টি বয়াতের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

কোন কোন জায়গায়তো খোদার ফজলে يدخلون فى دين الله افواجا এর প্রবণতা প্রকাশিত হইতে শুরু হইয়া গিয়াছে। কয়েকটি দেশ হইতে বড়ই আনন্দদায়ক খবরাদি আসিতেছে। ভারতের কোন কোন এলাকায় খোদার ফজলে খুবই আনন্দদায়ক মনোযোগ ও আকর্ষণ সৃষ্টি হইয়াছে। অন্ধ্রপ্রদেশ, যেখানে পূর্বে বয়াত হইয়াছিল, সেখান হইতে এই মহান সুসংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, সেখানে ৭টি গ্রামের সকল অধিবাসী আহমদী হইয়া গিয়াছে এবং আরো ৭টি গ্রাম বয়াত করার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। বিরুদ্ধাচরণ যত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে আহমদীয়াতের প্রতি তত অধিক মনোযোগ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে।

পূর্ব আফ্রিকার একটি দেশ কেনিয়া। সেখান হইতে প্রত্যাগত বন্ধুরা জানান যে, কেনিয়ার জামাত বড় ভাল ও শক্তিশালী জামাত। কিন্তু তবলীগের দিক হইতে তাহারা যথেষ্ট উদাসীনও বটে। তাহারা আফ্রিকানদিগকে বাদ দিয়াছেন। কেনিয়াতে আফ্রিকানদের মধ্যে তবলীগ খুবই কম করা হইয়াছে। এই কারণে পশ্চিম আফ্রিকায়তো স্থানীয়ভাবে অনেক বড় বড় জামাত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব আফ্রিকায় বিশেষতঃ কেনিয়ায় বেশীরভাগ আহমদী পাকিস্তানী এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূত। যখন তাহারা ইংল্যাণ্ডে স্থানান্তরিত হইয়া গেল, তখন সেখানকার জামাত খুব কম এবং দুর্বল হইয়া পড়িল। এখন সেখানকার মোবাল্লেগগণ খোদার ফজলে মনোযোগ দিতেছেন। কিন্তু তাহাদের মনোযোগের চাইতে অনেক অধিক আল্লাহতায়ালা নিজে নিজেই এইরূপ উপকরণ সৃষ্টি করিতেছেন যে, সেখানে বিপুল পরিমাণে মোনযোগ সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং কাওয়ালা অঞ্চলে অতি সম্প্রতি কয়েকটি জামাত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে এবং ৪০৭ ব্যক্তি বয়াত করিয়া আহমদীয়াতে প্রবেশ করার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই অঞ্চলে খুব দ্রুতবেগে লোকেরা আহমদীয়াতের নিকটে আসিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমি সেখানকার মোবাল্লেগদিগকে লিখিয়াছি যে, ইহাতে আরো অধিক গতি ও দ্রুততা সৃষ্টি করার জন্য ইহাকে ওয়াকফে আরজীর অভিযানে পরিণত করুন।

কেবলমাত্র মোবাল্লেগদের উপর ছাড়িয়া দিবেন না যে, তাহারা বয়াত করাইবেন এবং ফিরিয়া আসিবেন। কেননা এরূপ এলাকায় যেখানে দ্রুত বয়াত হয়, সেখানে কোন কোন সময় বিপদ সৃষ্টি হইয়া যায়। খুব দ্রুততার সহিত মনোযোগ সৃষ্টি হইয়া যায়। কিন্তু অতঃপর তরবীয়তহীনতার শিকারে পরিণত হইয়া কোন কোন লোক বসিয়া পড়ে অথবা কোন কোন লোক ফিরিয়া যাইতে শুরু করে। আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে যখন পুরস্কার প্রদান করা হয় তখন উহার কদর করা উচিত। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ইহাও একটি পন্থা যে সমগ্র জামাতের ধ্যান এইদিকে ফিরাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। অতএব ভারতে যখন গোড়ার দিকে আমার নিকট অন্ধ্র প্রদেশ হইতে সংবাদ আসিয়াছিল যে, সেখানে মনোযোগ ও প্রবণতা সৃষ্টি হইয়াছে তখন এই প্রবণতা ওয়াকফে আরজীর মাধ্যমে শক্তিলাভ করিয়াছিল, বরং ভারতের অন্যান্য জামাত হইতেও আমি ওয়াকেফীন আরজী প্রেরণ করিয়াছিলাম।

তখন একটি মনোযোগ ও প্রবণতা সৃষ্টি হইয়াছিল এবং ইহাতে খুবই গতিসঞ্চার হইয়াছিল। অতঃপর আল্লাহ সেখানকার জামাতগুলিকে উন্নতি দান করিলেন। বিগত এক বৎসরে সেখানে নূতন আহমদী হইয়াছে এবং এখন আরো হইতেছে। এমনকি হায়দারাবাদে (দাক্ষিণাত্য) যখন হইতে আহমদীয়াতের সূচনা হইল তখন ছোট ছোট ছেলে-মেয়েসহ এত আহমদী ছিল না, যত আহমদী খোদা এক বৎসরে দান করিয়াছেন। আল্লাহতায়ালার ফজলে বিপুল ভাবে হাজার হাজার সংখ্যক নূতন আহমদী হইয়াছে। অতএব এই প্রবণতা হইতে ফায়দা উঠানো উচিত। যেখানে প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়, সমস্ত শক্তি সেখানে ব্যয় করা উচিত। সেখান হইতে আমরা এই সংবাদও পাইয়াছি যে, একটি তৈয়ারী মসজিদও আমরা পাইয়াছি। ইহার ইমাম সাহেব আহমদী হইয়া গিয়াছে এবং তাহার সঙ্গে তাহার নামাজীরাও আহমদী হইয়া গিয়াছে। অতএব ইহা আল্লাহতায়ালার ফজল যে, সম্পূর্ণ মসজিদ, ইমাম এবং নামাজী সব একত্রে খোদার তরফ হইতে উপঢৌকন পাওয়া গিয়াছে। অতএব কেনিয়াবাসীদেরও এই প্রবণতা হইতে ফায়দা উঠানো উচিত এবং তবলীগি দুর্বলতার পুরাতন দাগ মুছিয়া ফেলা উচিত এবং দলে দলে লোকদের চড়াও হওয়া উচিত এবং গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া তবলিগ করা উচিত।

খৃষ্টান প্রচারকরা বড় কষ্ট স্বীকার করিত। তবলীগের ময়দানে আহমদীদিগকেতো তাহাদের চাইতেও অধিক কোরবানীর দৃষ্টান্ত দেখানো উচিত। কেননা তাহারা মোহাম্মদী মসীহের গোলাম। খৃষ্টান পাদ্রীরা ত্যাগের ময়দানে আশ্চর্যজনক কাজ করিয়াছে। তাহারা আফ্রিকার জংগলে গিয়া বসবাস করিয়াছে। আমাদের ওয়াকেফীনে আরজীগণকে তো মাত্র দশ পনের দিনের কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু কোন কোন এইরূপ খৃষ্টান পাদ্রীও ছিল যাহারা সেখানে জীবন কাটাইয়া দিয়াছে, রোগাক্রান্ত হইয়াছে, এবং দুঃখবরণ করিয়াছে। তাহাদের কেহ কেহ বন্য পশুর শিকার হইয়া গিয়াছে। কোন কোন পাদ্রীকে নরখাদক মানুষ খাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু তাহারা তাহাদের প্রচার বিসর্জন করে নাই। সুতরাং আজ আফ্রিকায় আপনারা খৃষ্টান ধর্ম দেখিতে পাইতেছেন। ইহার পশ্চাতে পাদ্রীদের বড় বড় ত্যাগ নিহিত রহিয়াছে। অতএব সেখানেই খোদাতায়ালা আহমদীয়াতের অনুকূলে মনোযোগ প্রবণতা সৃষ্টি করিতেছেন, সেখানকার জামাতগুলির উচিত তাহারা যেন এই কাজ মোবাল্লেগগণের উপর ছাড়িয়া না দেয়, বরং তাহাদের প্রত্যেকের উচিত তাহারা যেন তৎক্ষণাত তাহাদের সর্বশক্তি এই কাজে নিয়োগ করে এবং চেষ্টা করে যেন এই এলাকায় আহমদীয়াত বিস্তার লাভ করিতে শুরু করে এবং লোকেরা দলে দলে আহমদীয়াতে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে।

পাকিস্তানের আহমদীয়া জামাতগুলির জন্য আমি হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াসাল্লামের কয়েকটি উদ্ধৃতি পড়িয়া শুনাইতেছি। যদিও তাহাদিগকেই (পাকিস্তানের

আহমদীদিগকে) বিশেষভাবে সম্বোধন করা হইতেছে, কিন্তু ইহাতে পৃথিবীর অন্যান্য জামাত-গুলির জন্যও বড় শিক্ষা রহিয়াছে এবং গভীর উপদেশ রহিয়াছে। আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে আমল করার তৌফিক দান করুন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিতেও ভূষিত করুন। হযরত আকদাস মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস্‌সালামের তিনটি উদ্ধৃতি আমি নির্বাচন করিয়াছি। তিনি (আঃ) বলেন :—

"আলোকোজ্জ্বল দিবস প্রকাশিত হইবার পূর্বে ইহা জরুরী যে খোদাতায়ালার প্রেরিত গণের উপর শক্ত শক্ত পরীক্ষা উপস্থিত হইবে এবং তাঁহাদের অনুগামী ও আজ্ঞানুবর্তীদিগকেও যথাযথভাবে যাচাই করা হইবে। এবং পরীক্ষা করা হইবে, যদ্বারা খোদাতায়ালা সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী এবং দৃঢ় চিত্ত ও কাপুরুষগণের মধ্যে পার্থক্য করিয়া দেখাইয়া দিবেন।

عشق اول سرکش و خونی بود
تا گریزد هر که بیرونی بود"

অতঃপর বলেন :—

"এই পরীক্ষা এই জন্য হয় না যে তাহাদিগকে নীচ ও হীন করা হইবে অথবা ধরাপৃষ্ঠ হইতে তাহাদের নাম-নিশানা মুছিয়া দেওয়া হইবে। কেননা ইহাতো কখনো সম্ভবই নয় যে সম্মানিত ও মহিমান্বিত খোদাওন্দ স্বীয় প্রিয়জনদের সহিত দুশমনী করিতে আরম্ভ করিবেন এবং স্বীয় সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত প্রেমিকদিগকে লাঞ্ছনার সহিত ধ্বংস করিয়া দিবেন। বরং প্রকৃত-পক্ষে উক্ত পরীক্ষা. যাহা ব্যাঘ্র ও সিংহের মত ও ভয়ানক অন্ধকারের ন্যায় নাযেল হয়, উহা এই জন্য নাযেল হয় যাহাতে ঐ বরগুজীদা জাতিকে গ্রহণযোগ্যতার সুউচ্চ মিনার পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেওয়া হয় এবং এলাহী জ্ঞানের সূক্ষ্ম রহস্যাবলী তাহাদিগকে শিখানো হয়। ইহাই আল্লাহর সুন্নত, যাহা আদিকাল হইতে খোদাতায়ালা নিজ প্রিয় বান্দাদের উপর প্রয়োগ করিয়া আসিতেছেন।"

এখানে ব্যাঘ্র ও সিংহের ন্যায় পরীক্ষা আসার যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, এই ব্যাপারে দুইটি স্বপ্নের কথা স্মরণ হইয়াছে, যাহা পাকিস্তান হইতে দুইজন পৃথক পৃথক বুজুর্গ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই কথা আমি পূর্বেও বর্ণনা করিয়াছিলাম। খোদাতায়ালার তরফ হইতে ইহা একটি অদ্ভুত সন্নিপাত (একই সময়ে ঘটনা সংঘটন), যাহা প্রকাশিত হইতেছে। একই বিষয়ে দুইজন পৃথক পৃথক বুজুর্গ স্বপ্ন দেখিয়াছেন, যাহা একই দিনে আমার নিকট পৌঁছিয়াছে এবং যাহা একত্রিত করিলে সম্পূর্ণ বিষয়টি প্রকাশিত হয়। অতঃপর ঐ বিষয় পরিবর্তিত হইয়া যায় এবং অন্য একটি বিষয়ে স্বপ্ন আরম্ভ হইয়া যায়। মোট কথা, আমি পূর্বেই যেমন বলিয়াছি যে, একই দিনে দুইজন পৃথক পৃথক বুজুর্গ স্বপ্ন দেখেন। একজন দেখেন যে তিনি ব্যাঘ্র ও সিংহকে মারিয়াছেন এবং স্বপ্নের প্রকৃতি ও ধরণ এমন ছিল, যাহা তাঁহার জন্য আশ্চর্যজনক ছিল। দ্বিতীয় স্বপ্নে দেখানো হইয়াছে যে, ব্যাঘ্রকে এক জায়গায় আটক করা হইয়াছে। অতঃপর তিনি দেখেন, ব্যাঘ্রটি যেন নিজেই মরিয়া গিয়াছে। স্বপ্নের তায়াবির অনুযায়ী অবাধ্য ও পাপাচারী শাসক অর্থাৎ যে জুলুমের পথ গ্রহণ করে, তাহাকেও ব্যাঘ্র বলা হইয়া থাকে। কিন্তু হযরত

মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাম যখন এই কথা বলেন যে, ব্যাঘ্র ও সিংহের ন্যায় পরীক্ষা নাযেল হয়, তখন ইহা হইতে আমি স্বপ্নগুলির তায়াবির বুঝিতে পারিলাম যে, ইহার অর্থ এই যে, এই পরীক্ষা যাহা ব্যাঘ্র ও সিংহের ন্যায় নাযেল হইতেছে এবং এইরূপ মনে হইতেছে যেন খাইয়া ফেলিবে এবং ধ্বংস করিয়া দিবে, কিন্তু এই পরীক্ষা এমন পরীক্ষা যাহা নিজেই ধ্বংস হইয়া যাইবে।

অতঃপর হযরত আকদাস মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালাম বলেন ঃ—

"যদি মধ্যে এই পরীক্ষা না থাকিত তাহাহইলে নবীগণ ও অলীগণ ঐ উচ্চ দরজায় কখনো পেঁৗছিতে পারিতেন না, যাহা পরীক্ষার বরকতে তাঁহারা লাভ করিয়াছেন। পরীক্ষা তাহাদের পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততা এবং দৃঢ় সংকল্প ও কঠোর পরিশ্রম ও সাহসিকতার অভ্যাসের উপর মোহর লাগাইয়া দিয়াছে এবং প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছে যে, তাঁহারা পরীক্ষার প্রকম্পনের সময় কিরূপ উচ্চ মানের দৃঢ় চিত্ততা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং কিরূপ বিশ্বস্ত ও খোদা-প্রেমিক ছিলেন যে তাঁহাদের উপর ঝড় উত্থিত হইয়াছে এবং ভয়ংকর অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে এবং বড় বড় ভূমিকম্প তাঁহাদেরকে বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহাদিগকে লাঞ্ছিত করা হইয়াছে এবং মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও অসম্মানিতদের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে এবং তাঁহাদিগকে একাকী ও নিঃসংগ অবস্থায় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এমনকি খোদায়ী সাহায্য, যাহার উপর তাঁহারা ভরসা করিতেন, উহাও কিছুদিনের জন্য মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছে এবং খোদাতায়ালা স্বীয় অভিভাবক সুলভ আচরণে অকস্মাৎ এইরূপ পরিবর্তন করিয়াছেন যেন তিনি ভীষণ অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে এইরূপ অসচ্ছলতা ও দুঃখ কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে যেন তাঁহারা ভয়ানক ক্রোধের পাত্র এবং খোদা নিজেকে এইরূপ বিশুষ্কের ন্যায় দখাইয়াছেন যেন খোদা তাহাদের উপর দয়া পরবশ নহেন, বরং তাঁহাদের দুশমনদের উপর দয়াপরবশ। তাঁহাদের পরীক্ষাকে দীর্ঘায়িত করা হইয়াছে। প্রথমটি শেষ হওয়ার সংগে সংগে দ্বিতীয়টি এবং দ্বিতীয়টি শেষ হওয়ার সংগে সংগে তৃতীয় পরীক্ষা নাযেল হইয়াছে। বস্তুতঃ বৃষ্টি যেইরূপ ভয়ানক অন্ধকার রজনীতে অত্যন্ত প্রবল ধারায় এবং ভীষণাকারে নাযেল হয়, অনুরূপভাবেই পরীক্ষার বারিধারা তাঁহাদের উপর নাযেল হওয়ার পর তাঁহারা স্বীয় কঠোর এবং মজবুত এরাদা হইতে বিরত হন নাই এবং শিথিল ও হতোদ্যমও হন নাই। বরং বিপদাবলী ও কঠিন দুঃখ-কষ্টের যত প্রতিবন্ধকতা তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে তত দ্রুততার সহিত তাঁহাদের কদম সম্মুখে অগ্রসর হইয়াছে। তাঁহাদিগকে যতখানি আঘাত হানা হইয়াছে তাঁহারা ততখানি মজবুত হইয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে যতখানি বিপদজনক পথের ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে তাঁহাদের সাহস ততখানি সুউচ্চ হইয়াছে এবং তাঁহাদের বীরত্বে জোস আসিয়াছে। পরিণামে তাঁহারা এই সকল পরীক্ষা হইতে প্রথম সারিতে উত্তীর্ণ হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন এবং নিজেদের পরিপূর্ণ সত্যবাদীতার বরকতে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছেন এবং মানমর্যাদা ও সম্মানের তাজ তাঁহাদের শিরে স্থাপন করা হইয়াছে এবং নির্বোধদের সকল আপত্তি ও অভিযোগ বুদ্বুদের মত এইরূপে বিলীন হইয়াছে যেন ঐসকল কিছুই ছিলনা।"

অতএব পাকিস্তানের মজলুম আহমদীরা! তোমাদের জন্য মোবারক হোক। মহান সাহস, বীরত্ব ও দৃঢ় সংকল্পের নিদর্শণ তোমাদের নিকট হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ঐ সময় দূরে নহে যখন প্রথম সারিতে উত্তীর্ণ হইয়া তোমরা এই সকল পরীক্ষা হইতে বাহির হইবে এবং মানমর্যাদা ও সম্মানের তাজ তোমাদের শিরে স্থাপন করা হইবে। ঐদিন অনিবার্যরূপে আসিবে যখন যুগ-মসীহকে যাহারা কন্টকের তাজ পরাইয়াছিল তাহারা নিজেরাই কন্টকে ক্ষত বিক্ষত হইবে এবং লাঞ্ছনা ও অবমাননার তাজ তাহাদের শিরে স্থাপন করা হইবে।

অনুবাদ : জনাব নজির আহমদ ভুঁইয়া।

নববর্ষের মোবারকবাদ এবং পয়গাম

সৈয়দনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)

নববর্ষের প্রথম শুক্রবার ৪ঠা জানুয়ারী '৮৫ইং তারিখে, হুজুর (আইঃ) লণ্ডনস্থ মসজিদে-ফজলে জুময়ার খোৎবা এরশাদ করতে গিয়ে বলেন :

"আমি আপনাদের সকলকে নববর্ষের মোবারকবাদ জানাই। নববর্ষের মোবারকবাদ স্বরূপ কিছু ভাল খবরও আপনাদের শুনাচ্ছি।.....বিগত বছর তবলীগের বিষয়ে জামাতের মধ্যে এক অসাধারণ উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়েছে এবং এমন একটি দেশও নাই যেখানে নুতন নুতন 'দায়ী ইলাল্লাহ'-এর উদ্ভব ঘটছে না। বরং তাদের প্রচেষ্টায় প্রচুর ফল ধরতে আরম্ভ করেছে।

খোদাতায়ালার ফজলে এবং তাঁরই দেওয়া তওফিক ও সামর্থ্য অনুযায়ী সামগ্রিকভাবে বিগত বৎসরগুলির তুলনায় উক্ত বৎসরে তবলীগের গতি যেন দশ গুণ বৃদ্ধি পায় সেই লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানোর আমার ইচ্ছা ছিল। সুতরাং যতদূর ইউরোপের সম্পর্ক, সেখানে অবশ্যই আল্লাহতায়ালা সেই ফজল ও অনুগ্রহ পর্যাপ্ত ও গণনাতীতরূপে প্রদান করেছেন। ইংল্যাণ্ডেই বিগত বৎসরের তুলনায় তবলীগের ক্ষেত্রে দশগুণ বৃদ্ধি সাধিত হয়েছে বলে জানা যায় এবং জার্মানীতেও বিগত বৎসরের তুলনায় দশগুণ বৃদ্ধি রেকর্ড করা হয়েছে। অন্যান্যদেশের বিস্তারিত বিবরণ তো আমার সামনে নাই, কিন্তু যেমন কিনা আমি বর্ণনা করেছি যে সম্প্রতি আমি ইউরোপ সফর থেকে ফিরে এসেছি—সেখানে আমি প্রত্যক্ষ করেছি যে, কল্পনাতীত ভাবে যুবকদের মধ্যে তবলীগের প্রতি গভীর অনুরাগ, স্পৃহা ও উদ্দীপনা রয়েছে এবং সকলের মনের গতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সে দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। কাজেই আমি খোদা-তায়ালার ফজলে আশা রাখি, যে কাজটির গোড়াপত্তন হয়েছে অর্থাৎ প্রতিটি আহমদীই যেন তবলীগ করে—ইহার ফলাফল এখন ইনশাআল্লাহ একজন থেকে দু'জন, দু'জন থেকে, তিনজন এবং তিনজন থেকে চারজন করে অগ্রসরমান হবে না বরং যেমন কিনা আমার আকাঙ্খা এবং দোওয়া রয়েছে—সেই অনুযায়ী ইহা পারস্পরিক গুণনের ধারায় চক্রবৃদ্ধিহারে অগ্রসরমান হতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ।

নববর্ষের পয়গাম দিতে গিয়ে হুজুর (আইঃ) বলেন :

"বস্তুতপক্ষে গতি যতই দ্রুত হোক না কেন, শুধু অগ্রগতির দ্বারা জগতে বিপ্লব সংঘটিত হয় না, বরং Acceleration-এর দ্বারা বিপ্লব সংঘটিত হয়ে থাকে। Acceleration বলে ক্রমবর্ধমান অগ্রগতিকে অর্থাৎ আজ যদি দশ মাইল বেগে আপনি চলছেন, তা'হলে আগামী কাল দশ মাইল বেগে নয় বরং দশ যোগ দশ অর্থাৎ বিশ মাইল বেগে যেন আপনি চলেন এবং এর পরবর্তী বছরে যেন ২০ মাইল গতিতে নয় বরং ২০ মাইল যোগ

বিশ মাইল—এই ধারায় ক্রমবর্ধমান দ্রুতগতিকে Acceleratton বলা হয়। এবং জগতে যত গুলিই প্রাকৃতিক কর্মকাণ্ড ঘটে চলেছে, সে গুলির ভিত্তি আল্লাহতায়ালা Acceleration-এর উপরই স্থাপন করেছেন এবং এই ধারায় আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন যে, 'তোমরা প্রকৃতির নিয়মের দিকে গভীর দৃষ্টিপাত কর এবং তদ্বারা উপদেশ গ্রহণ কর, আমার সুন্নতের গোপন রহস্যাবলী উদঘাটন কর এবং আমার অমোঘ পদ্ধতির শিক্ষাগ্রহণ কর।' কাজেই রুহানী জগতেও অসাধারণ নবসৃজনসমূহের লক্ষ্যে, নুতন নুতন কর্মকাণ্ড জারী করার উদ্দেশ্যে ইহা অপরিহার্য যে আমরা যেন খোদাতায়ালার জারীকৃত এই সুন্নতের প্রতি গভীর মনোনিবেশ করি এবং ইহাকেই রপ্ত করি। অতএব, আগামী বৎসরও যদি এখানে অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডে বিগত ('৮৪) বৎসরের ন্যায় ৬০টি বয়েত হয় এবং জার্মানীতেও, বিগত বৎসরের ন্যায় ১১০ অথবা ১২০টি বয়েত হয়—তা'হলে ইহা হবে Stagnation-এর লক্ষণ অর্থাৎ একই স্থানে দাঁড়িয়ে পড়ার মত ব্যাপার। যদি এখানে দশ জন 'দায়ী ইলাল্লাহ'-র সৃষ্টি হয়েছিল তা'হলে আগামী বৎসর কমপক্ষে বিশজন হওয়া উচিত অথবা তার চেয়েও বেশী। এবং জার্মানীতে যদি ৫০ জন সৃষ্টি হয়েছিল, তা'হলে আগামী বছর সেখানে হওয়া চাই ১০০ জন কিম্বা তার চেয়ে অধিক। তেমনিভাবে অপরাপর দেশগুলিকেও আমি এ পয়গামই প্রদান করছি যে, নববর্ষে আপনারা নিজেদের রাব্বের সহিত অঙ্গীকারাবদ্ধ হোন যে, 'হে আল্লাহ! তুমি একমাত্র তোমার ফজল ও অপার অনুগ্রহের দ্বারা আমাদেরকে যে দ্রুতগতি প্রদান করেছ এই দ্রুতগতিকে Accelertalon-এ পরিণত কর, আমাদের প্রতিটি কাজে যেন শুধু অসাধারণ দ্রুততারই সৃষ্টি না হয় বরং ক্রমবর্ধমান দ্রুতগতি যেন আল্লাহতায়ালা আমাদের প্রদান করুন। জগৎ যেন প্রতি বৎসর আমাদেরকে এক নবযুগে প্রবেশ করতে দেখতে পায়। হে খোদা! তোমার পথে যেন কদম বাড়াবার অধিকতর শক্তি (Enengy) আমাদের নসিব হয় এবং তোমার দিকে অগ্রসরমান হবার জন্য নুতন নুতন পা আমাদেরকে দান করা হয়।' এ সকল দোওয়ার সহিত আমাদের নববর্ষ সূচনা করা উচিত।'

[৪ঠা জানুয়ারী '৮৫ইং তারিখে প্রদত্ত খোৎবা থেকে উদ্ধৃত ও অনূদিত]

অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

"সন্তান তওল্লদ"

আল্লাহতায়ালা তাঁর অশেষ ফজলে বিগত ২০-৩-৮৫ইং রোজ বুধবার সকাল ৯-১৫ ঘটিকায় চট্টগ্রাম জারাতের জনাব মোহাম্মদ আবদুল হান্নান সাহেবকে এক কন্যা-সন্তান দান করেছেন। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট দোওয়ার আবেদন জানানো যাচ্ছে আল্লাহ্‌তায়ালা যেন নবজাতকে নেক, খাদেমায়ে দ্বীন এবং দীর্ঘজিবী করেন।

পাকিস্তানের অধ্যাদেশ এবং জাতিসংঘ

আহমদী-বিরোধী অধ্যাদেশ জারি হওয়ার পর হইতেই আহমদীয়া জামাত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে তাহাদের বক্তব্য পেশ করার প্রয়াস পায়। বিগত ডিসেম্বর মাসে জেনেভাতে জাতিসংঘের একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়, যার বিষয়বস্তু ছিল, "ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ধর্ম-বিশ্বাসের ব্যাপারে সমঝোতা, সহিষ্ণুতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ উন্নয়ন"। সেখানে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের "সংখ্যালঘুদের অধিকার" ফরামে, জামাতের পক্ষ হইতে বক্তব্য পেশ করা হয়। জামাতের প্রতিনিধি জনাব এস, নাসির আহমদ ৫ই ডিসেম্বর '৮৪ইং বক্তব্য রাখেন। তিনি পাকিস্তানে আহমদী মুসলমানদের জন্য সৃষ্ট ভয়াবহ অবস্থার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি অসহিষ্ণুতার সমসাময়িক দৃষ্টান্তসমূহ তুলে ধরেন।

পাকিস্তানের প্রতিনিধি, খ্যাতনামা কবি মরহুম ইকবালের পুত্র ডাঃ জাবেদ ইকবাল, যিনি লাহোর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, তিনি এর উত্তর প্রদান করেন। অতঃপর ৬ই ডিসেম্বর ডঃ জাবেদ ইকবালের বক্তৃতার জবাবে, জনাব এস, নাসির আহমদ দ্বিতীয়বার বক্তৃতা দিবার সুযোগ পান। উল্লিখিত তিনটি বক্তৃতার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল।

সংখ্যালঘুদের অধিকার গ্রুপের প্রতিনিধির বক্তব্য ঃ

(৫ই ডিসেম্বর '৮৪)

মিঃ চেয়ারম্যান, "সংখ্যালঘুর অধিকার গ্রুপ" এখানে ২নং এজেণ্ডায় উহার বক্তব্য রাখার সুযোগ পাওয়ায় আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই বৎসরের ২২শে আগষ্ট, সংখ্যালঘুর অধিকার গ্রুপের প্রতিনিধি জাতিসংঘের মানবাধিকার সাব-কমিশনের কাছে, সমসাময়িক কালের একটি নির্দিষ্ট মুসলিম দেশের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার বহিঃপ্রকাশের ধারা, প্রকৃতি ও ভয়াবহতা সম্পর্কে বিবৃতি দিয়েছিলেন। তিনি যে দেশটির কথা উত্থাপন করেছিলেন, সে দেশটি 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' বলে নিজের পরিচয় বহণ করে কিন্তু ধর্মের স্বাধীনতা ও বিবেকের মুক্তি সম্বন্ধে ইসলামে যে অনুপম সুন্দর শিক্ষা রয়েছে, কার্যক্ষেত্রে সেই মহান শিক্ষা সমূহকে ঐ দেশটি অবহেলায় একেবারে পদদলিত করে চলেছে।

এরই প্রেক্ষাপটে, সৌদী আরব এবং পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের মুখে আলোচ্য বিষয়ে ইসলামের প্রশংসনীয় শিক্ষামালার কথা শুনে, অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহ বোধ করছি। বিশেষ করে, পাকিস্তানের সম্মানিত বিশিষ্ট প্রতিনিধি (চীফ জাষ্ট্রিস ডাঃ জাবেদ ইকবাল) যে সব মতামত ব্যক্ত করেছেন, তাতে তাঁকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না। আমি যত দুর জানতে পেরেছি, পাকিস্তানের পক্ষে মাননীয় অংশগ্রহণকারী, সে উপমহাদেশের বরণীয় ও স্মরণীয় বহুদর্শী চিন্তাবিদ কবি ইকবালের পুত্র। তাঁর সহিষ্ণুতা ও মহানুভবতার মাঝে তিনি যে মহান বাপের মহান পুত্র তা প্রকাশ পায়। 'ইসলামে ধর্মীয় স্বাধীনতা' বিষয়ে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন তা হুবহু সত্য।

'ধর্মের স্বাধীনতা' প্রশ্নে ১৪০০ (চৌদ্দশত) বৎসর পূর্বে পবিত্র কোরআন একটি বাক্যের মধ্যে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছে যে, "ধর্মের ব্যাপারে বলপ্রয়োগ নিষিদ্ধ"— "লা ইকরাহা ফিদ্দীন।"

হযরত রসুলে করীম (সাঃ)-কে আল্লাহ ঘোষণা করতে বলেছেন, "তোমার জন্য তোমার ধর্ম-বিশ্বাস, আর আমার জন্য আমার ধর্ম-বিশ্বাস।" এই হল ধর্ম-কর্ম পালনের মূলনীতি। আল্লাহ রসুলুল্লাহকে তাঁর কর্তব্যকর্ম হিসাবে আদেশ করেছেন, "তোমার কাজ হল অপরের কাছে সত্য পেঁাছায়ে দেওয়া, মানুষকে আল্লাহর বার্তা গ্রহণে বাধ্য করা বা জোর করা তোমার কাজ নয়। কেননা, তোমাকে মানুষের উপর 'দারোগা' করে পাঠানো হয়নি।

এত স্পষ্টভাবে, সুন্দরভাবে, বিস্তারিত বিশ্লেষণের মাধ্যমে, "ধর্ম পালনের স্বাধীনতায়" শাশত-বাণী ইসলাম বয়ে এনেছে যে, সেখানে বাধ্য-বাধকতা ও শক্তিপ্রয়োগের কোন চিন্তা করারও অবকাশ নেই। কিন্তু ইহাত মাত্র কিতাবের কথা, বাস্তবে বিষয়টি একেবারে ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে।

মিঃ চেয়ারম্যান, মানবাধিকার সাব-কমিশনের কাছে গত ২২শে আগষ্ট যে বক্তব্য পেশ করেছিলাম, আমি সেখানে ফিরে যাচ্ছি। আসলে যা এখন ঘটছে, তা হল এই যে, সরকারের রাজনৈতিক গোপন অভিসন্ধি পূরণের জন্য, জনগণের মনকে আসল সমস্যাবলী হতে অন্যদিকে ফিরিয়ে দিয়ে, ছলে-বলে-কৌশলে ক্ষমতায় থাকার উদ্দেশ্যে, হীন পন্থায় ধর্মের নাম ব্যবহার করা হচ্ছে। এই দেশটি হল পাকিস্তান। সে দেশের জনগোষ্ঠীর একটি অংশকে ধর্মীয় নিপীড়নের শিকারে পরিণত করা হয়েছে, স্থূলভাবেও, সূক্ষ্মভাবেও। তাদের বিবেক ও বিশ্বাসকে তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হচ্ছে। তারা নিজেদের বিশ্বাসানুযায়ী ধর্ম পালন করতে পারছে না। পাকিস্তানের সামরিক শাসনকর্তা গত এপ্রিল মাসে নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত যে অধ্যাদেশ জারী করেছেন, সমসাময়িক ইতিহাসে তা নজীর বিহীন। এরূপ একটি দ্বিতীয় উদাহরণ বর্তমান বিশ্বের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ অধ্যাদেশটি ইসলাম ধর্মের নামে জারি করা হয়েছে বটে, কিন্তু ইহা প্রকৃত পক্ষে এই মহত্তম ধর্মের মূলেই কুঠারাঘাত করেছে। ইহা 'মানবাধিকার সনদের' ১৮ ও ১৯ ধারাও পুরাপুরি লংঘন করেছে। পাকিস্তান শাসনতন্ত্রের ২০ ধারায়, ধর্মীয় স্বাধীনতার যে গ্যারান্টী দেওয়া হয়েছে, এই অধ্যাদেশটি তাও ভূলুন্ঠিত করেছে।

আহমদী মুসলমানরা সারাবিশ্বের সবদেশেই শান্তিপ্রিয় ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছে। আর, পাকিস্তানের অধ্যাদেশটিতে এই শান্তিকামী মুসলিম সম্প্রদায়টিরই মুসলমান হিসাবে আত্মপরিচয় দিবার মৌলিক অধিকার হরণ করা হয়েছে। উদাহরণ দিলে এরূপ হবেঃ একটি রোমান ক্যাথলিক সরকার প্রটেষ্ট্যান্টগণকে খ্রীষ্টান বলে পরিচয় দিবার অপরাধে জেল দিলেন, কিংবা প্রটেষ্ট্যান্ট সরকার রোমান ক্যাথলিকগণকে খ্রীষ্টান বলে পরিচয় দানের অপরাধে জেলে পুরলেন। এমন কথা এ বিংশ শতাব্দীতে কল্পনাতীত। কিন্তু পাকিস্তানে তা-ই ঘটছে।

পাকিস্তান সরকার আহমদীগণকে ধর্মত্যাগে বাধ্য করছে, কেননা তাদেক বলতে বাধ্য করছে যে, ইসলামের সাথে তাদের কোনও সম্পর্ক নাই। সামরিক সরকার আইনের বলে আহমদীগণকে এ কথা বলতে বাধ্য করছে যে, 'ইসলাম তাদের ধর্ম নয়'। এ সরকার আহমদীদের জন্য এমন কতগুলি ধর্মমত নির্দ্ধারণ করে দিচ্ছে, যা তাদের ধর্মমতের সম্পূর্ণ উল্টো। অধ্যাদেশের ধারাগুলি এত অবিশ্বাস্য এবং এতই হাস্যস্পদ যে, এর সামান্য অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করলেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে, কোন মন্তব্যের প্রয়োজন হবে না। অধ্যাদেশের কয়েকটি কথা নিম্নে উদ্ধৃত হলো ঃ—

"একজন আহমদী যদি প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে নিজেকে 'মুসলিম' বলে (বা মুসলিম হওয়ার ভান করে) বা নিজের ধর্ম-বিশ্বাসকে 'ইসলাম' নামে অভিহিত করে (বা ইংগিতে-ইশারায় ইসলাম বলে), কিংবা তাহার বিশ্বাসকে প্রচার করে ও প্রসারতা দান করে, অথবা অন্যান্যকে ঐ বিশ্বাস গ্রহণের জন্য মৌখিকভাবে বা লিখিতভাবে কিংবা আকারে ইংগিতে বা চিহ্নাবলীর মাধ্যমে আহ্বান করে, তাহলে তাকে তিন বৎসরের জেল ও তৎসংগে জরিমানা করা যাবে।"

সাধারণ বুদ্ধিত ইহাই বলে যে, কোন ব্যক্তি কোন্ ধর্মকে ধারণ করবে, ইহা তারই ব্যক্তিগত ব্যাপার। অন্যেরা এতে নাক গলাবার কথা নয়। কিন্তু, পাকিস্তানের বেলা তা খাটে না।

১। আহমদী মুসলিমগণ ইসলামের মৌলিক স্তম্ভ 'কলেমা'—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' পাঠ করে এবং এতে পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। তারা পূর্ণভাবে হৃদয় দিয়া 'ইসলামে' বিশ্বাস রাখে। তথাপি ২৬শে এপ্রিলের অধ্যাদেশ তাদেক বাধ্য করছে তাদের বিবেকের ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা কথা বলতে যে, তারা মুসলিম নয়। এ কারণে, তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করাও অসম্ভব হয়ে গেছে।

২। একজন আহমদী যদি নিজেকে 'মুসলিম' বলে, তাহলেই তার তিন বৎসর জেল হবে, আর সাথে সাথে জরিমানাও হবে।

৩। পাকিস্তানের আহমদী মুসলমানরা, জামাতে নামাজ পড়ার জন্য চিরাচরিত যে 'আহ্বান' (আযান) প্রচলিত আছে, তা উচ্চারণ করতে পারবে না। এক কথায় 'আজান' দেওয়া তাদের জন্য নিষিদ্ধ, আজান দিলে তিন বৎসরের জেল ও তৎসংগে জরিমানা।

৪। তাদের উপাসনালয়কে 'মসজিদ' বলতে পারবে না। মসজিদ বললেই উপরোক্ত শাস্তি, জেল-জরিমানা।

৫। আহমদীগণের ধর্মীয় পুস্তক ও প্রকাশনাবলী সরকার বাজেয়াপ্ত বলে ঘোষণা করেছেন।

মিঃ চেয়ারম্যান, সাউদী আরবের মাননীয় প্রতিনিধি ঠিকই বলেছেন যে, ইসলামে ধর্মবিশ্বাসের প্রচার, প্রসার ও বাস্তবায়নের কোনও ক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধকতা নেই, বরং পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের এ অধ্যাদেশটি বাস্তবক্ষেত্রে তা অস্বীকার করছে। এই অধ্যাদেশটি জারি করার পর কত পানি গড়ায়েছে ঠিক নেই। তবুও আহমদী মুসলমানদের জন্য সৃষ্ট দুঃখ-দুর্দশার অবসানের কোনও লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। তদপরি, পাকিস্তান সরকার গণসংযোগ মাধ্যমগুলিতে আহমদীদের উপর অত্যাচার-অনাচারের ঘটনাবলী ছাপানো বা প্রচার-প্রকাশ করা নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। বিরোধী দলের কেহ এ অমানুষিক অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে মুখ খুললে, সাথে সাথে তার মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়। কিন্তু "সংখ্যালঘুর অধিকার গ্রুপ" নিজেদের পন্থায় পাকিস্তানের ঘটনাবলীর সঠিক খবর ঠিকভাবেই পেয়ে থাকে।

এমন ভুরি-ভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, আশীর্বাদপূর্ণ ইসলামী অভিবাদন "আসসালামো আলাইকুম" বলার অপরাধে দণ্ড দেয়া হয়েছে, আজান দেওয়ার মিথ্যা নালিশের উপর ভিত্তি করে শাস্তি দেয়া হয়েছে, তাদের বাড়ীঘর পুড়ায়ে লুট করা হয়েছে। তাদের মসজিদে খচিত, 'কলেমা' জবরদস্তি মুছে ফেলা হয়েছে, সর্বোপরি অনেককেই হত্যা করা হয়েছে—এক নয়, দুই নয় এরূপ বিভিন্ন ধরণের শত শত নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে।

আহমদীগণকে সেখানে 'মেলা'-র মানুষ বানানো হয়েছে। কারণ, যার মনেই একটু রোষ সৃষ্টি হল বা একটু প্রতিহিংসা জাগ্রত হল, সে পুলিশের কাছে গিয়ে বললেই হল, অমুক আহমদী নিজেকে 'মুসলিম' বলেছে, বা অমুক আহমদী নিজের উপাসনালয়কে 'মসজিদ' বলেছে, অমুক আহমদী আমাকে 'আসসালামো আলাইকুম' বলেছে ইত্যাদি। বাস্ আর যায় কোথায়? সাথে সাথে গ্রেফতার ও মোকদ্দমা!

এই অধ্যাদেশ জারির পর থেকে প্রত্যেকটি আহমদীর জান, মাল, ইজ্জত-আব্রু ইত্যাদি সবসময় একটি হুমকীর নীচে পড়ে আছে। তাদেক শারীরিক ও মানসিক, উভয়ভাবেই শাস্তি ও কষ্ট দেয়া হচ্ছে। আর সরকার এই অত্যাচারের কার্যাবলীতে পুরাদমে সায় দিয়ে যাচ্ছে।

মিঃ চেয়ারম্যান, বর্তমান যুগে ধর্মীয় অত্যাচার ও অসহিষ্ণুতার এই প্রকাশ্য উদাহরণ গুলি, 'মাইনরিটি রাইটস গ্রুপ' এর তরফ থেকে এই মহাসম্মানিত বুদ্ধিজীবি সম্মেলনে, যেখানে ধর্ম ও বিবেকের স্বাধীনতার বিষয় আলোচিত হচ্ছে, বিবৃতির আকারে রাখা হল।

জনাব চেয়ারম্যান আপনাকে ধন্যবাদ।

জাষ্টিস জাবেদ ইকবালের বক্তৃতা ঃ

আমি পাকিস্তান সরকারের তরফ হতে নই বরং নিজের তরফ হতেই বক্তব্য পেশ করছি।

"সংখ্যালঘুর অধিকার গ্রুপের" বক্তব্যের কোন কোন কথার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের প্রতি কোনও প্রকার ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা নাই। উপাসনার অধিকার বলতে ইহা বুঝায় না যে, অন্যের ব্যাঘাত সৃষ্টি করা। যখন অন্যের অধিকার লংঘিত হয়, সেখানে নিজের অধিকার খর্ব হতে বাধ্য। অন্যের অধিকার খর্ব করে, নিজের অধিকার বজায় রাখা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে, অধিকারকে সীমিত করা যায়। একজনের ধর্মকর্মের প্রকাশ্য দিকটিকে ততটুকু পর্যন্ত সীমিত করা যায়, যতটুকু প্রকাশ্যে অন্যের কোনও ব্যাঘাত না ঘটায়। যদি এরূপ সীমাবদ্ধতা আরোপ করা না হয়, তাহলে জন-শৃংখলা, নৈতিকতা ও স্বাস্থ্য বিপন্ন হতে পারে।

পাকিস্তানে ইসলাম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের সংখ্যা ১৯৮১ সনের গণনানুসারে ২০ লক্ষ ৮০ হাজার মাত্র অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩.২ ভাগ। খৃষ্টানরা সংখ্যালঘুর মধ্যে সবচেয়ে বেশী। তাদের সংখ্যা ১০ লাখ ৩১ হাজার অর্থাৎ শতকরা ১.৫৫ ভাগ। হিন্দুর সংখ্যা ১০ লাখ ২৭ হাজার ছয়শত, মানে শতকরা ১.৫১ ভাগ। এরপর হল পার্শী বৌদ্ধ ও শিখের স্থান।

১৯৮১ সনের গণনানুসারে পাকিস্তানে আহমদীদের সংখ্যা হল মাত্র ৬৩,৬০০ অর্থাৎ শতকরা ০'১২ মাত্র। এইসব সংখ্যালঘুর ব্যাপারে কোনই পার্থক্য করা হয় না। আহমদীরা বরং সংখ্যার তুলনায় অধিকতর সংখ্যায় বড় বড় পদে বহাল আছেন।

আহমদীরা এমন কিছু 'মতবাদে' বিশ্বাস করেন, যাহা অন্যান্য মুসসমানের মনে আঘাত হানে। তাদের বাঁচাবার জন্যই তাদিগকে 'সংখ্যালঘু' ঘোষণা করা হয়েছিল। সামরিক সরকার নয় বরং পার্লামেন্টই সংবিধানে সংশোধন আনয়ন করে একাজ করেছিলেন। কেননা অবস্থা এমনই ছিল যে, আহমদীদের বাঁচানো প্রয়োজন ছিল।

গত ১০০ বৎসরের উর্ধকাল মধ্যে, ইসলাম হতে দুটি শাখা-ধর্ম বের হয়েছে। এর একটি হল 'বাহাই' ধর্ম আর অপরটি 'আহমদীয়াত'। বাহাইরা নিজেদেক মুসলমান বলে না, অতএব, এদের নিয়ে কোনও অসুবিধা নেই। আহমদীরা নিজেদেক মুসলিম বলে,

আর অপরাপর মুসলমানকে কাফের মনে করে। এখানে একটু আশ্চর্য ঠেকে এই যে, সংখ্যালঘুরা নিজেকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত মনে করে, আর অন্যান্য সব মুসলমানকে কাফের মনে করে। এই বিবাদ শত বর্ষের পুরাতন।

অতঃপর আহমদীরা বৃটিশ সরকারের অতিরিক্ত মাত্রায় বাধ্য ছিলেন, যে সময়ে মুসলমানের সংখ্যাগরিষ্ঠরা স্বাধীনতার সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। এভাবেই তারা মুসলমানদের প্রাপ্য বড় বড় পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন।

আহমদী ও গয়ের আহমদী মুসলমানদের মধ্যে এতই মত পার্থক্য যে, ১৯৭৪ সনে, নির্বাচিত পার্লামেন্ট দুই তৃতীয়াংশ ভোটে আহমদীগণকে 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়' বলে ঘোষণা করে। কারণ, তাদের মতবাদ ও প্রচার মুসলমানদিগকে হিংসার দিকে ঠেলে দেয়। এমতাবস্থায় 'মানবাধিকার সনদ'ও সীমা নির্ধারণের অনুমতি দেয়।

আমার একথা জানা নাই, 'সংখ্যালঘুর অধিকার গ্রুপের' বক্তা কোথা হতে জানতে পারলেন যে, আসসালামো আলাইকুম বলার অপরাধে আহমদীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আহমদীরা বড় বড় পদে এখনও আছেন। জাতিপুঞ্জে আমাদের দেশের প্রতিনিধিও আহমদী। আহমদীরা আজান দিলে মানুষ কেন অসুবিধা বোধ করে তার বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে, এটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করি যে, দুইজন যুবক একটি আহমদীয়া মসজিদে গিয়েছিল, তারা আজান দেয় কিনা দেখবার জন্য। এ দুইজন যুবককেই তারা গুলি করে হত্যা করে ফেলল। অবশ্য সরকার একথাটা চেপে গেছেন, এজন্য যে, কথাটা প্রকাশ পেলে হিংসা ও উশৃংখলা সৃষ্টি হতে পারে।

এই অধ্যাদেশ তাহাদের নিরাপত্তার জন্যই করা হয়েছে। ইহা সত্য নয় যে, তাহাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে। আইনের সীমার মধ্যে তারা ধর্মপালনের স্বাধীনতা ভোগ করছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত অবশ্য আছে, যেখানে মুসলমান সংখ্যালঘুকে সজোরে 'আজান' দিতে দেওয়া হয় না। তারা মসজিদের ভিতরে অবশ্যই আজান দিতে পারে, যাতে বাহির হতে শোনা না যায়। আহমদীরা নিজেদের উপাসনালয়ে যেভাবে ইচ্ছা প্রার্থনা করতে পারে। অতএব, ইহা ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার উদাহরণ হতে পারে না।

"সংখ্যালঘুর অধিকার গ্রুপের" বক্তার বক্তৃতা ঃ

৬ই ডিসেম্বর '৮৫

মিঃ চেয়ারম্যান,

আমাকে পর্যবেক্ষক হিসাবে দুই নম্বর এজেণ্ডার উপর পুণরায় বক্তব্য রাখার সুযোগ দানের জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গতকালও আমি ভাবিনি যে আজ আমাকে আবার কিছু বলতে হবে। তবে যেহেতু এই সেমিনারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অত্যন্ত মহৎ এবং মানবের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য ইহা গুরুত্বপূর্ণ ও গঠণমূলক অবদান রাখতে যাচ্ছে, সে কারণেই আমি কিছু কিছু বিষয় খোলাসাভাবে বলতে চাই। সত্য বিষয়াবলী ও ঘটনার

উল্লেখ ব্যতীত সেমিনারের উদ্দেশ্য সফল হওয়া সম্ভব নয়। আমার এই বক্তব্য, পাকিস্তানের বিজ্ঞ অংশ গ্রহণকারীর গতকল্যকার বক্তব্যের দ্বারা প্রয়োচিত হয়েছে। তাঁর প্রতি আমার পূর্ণ শ্রদ্ধা ও ভক্তি রয়েছে। ইহা তাঁহার স্বকীয় ত্রুটি-বিচ্যুতির ব্যাপার নহে যে, তাহার কিছু বক্তব্য সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। কেননা, তাহার বক্তব্য, সরকারের সরবরাহকৃত তথ্যের উপর ভিত্তি করে রচিত। আর পাকিস্তানের সরকারী ভাষ্য ও সত্যিকার ঘটনার মধ্যে তফাৎ অনেক বেশী।

উপাসনার স্বাধীনতা ঃ পাকিস্তানের অংশগ্রহণকারীর অভিমতের সাথে আমি ঐকমত পোষণ করি যে ধর্মীয় উপাসনার স্বাধীনতা বলতে অন্যের ব্যাঘাত সৃষ্টির স্বাধীনতাকে বোঝায় না। তবে আমার মাথায় এ কথাটা ঢুকে না যে, যেখানে আট কোটি লোকের আজানের ধ্বনিতে দেশের শান্তি বিনষ্ট হয় না, সেখানে একজন আহমদী একই আজান—'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' উচ্চারণ করলে কিভাবে সংখ্যা গরিষ্ঠের নিরাপত্তা নৈতিকতা ও স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত ঘটে। একথাটাও আমার বুদ্ধির অগম্য যে, গয়ের আহমদী-গণের লাখ লাখ মসজিদের উপর দৃশ্যমান অবস্থায় বিশ্বাসবাণী 'কলেমা' লিখা থাকলেও কাহারও কোন কিছুতে বিঘ্ন ঘটায় না, অথচ সেই একই কলেমা আহমদীদের মসজিদে লিখা থাকলে, মানুষের শান্তির ব্যাঘাত ঘটে।

১৯৮১ সনের আদম শুমারী ঃ বলা হয়েছে যে, ১৯৮১ সনের আদম শুমারী অনুযায়ী আহমদীদের সংখ্যা পাকিস্তানে মাত্র ৬৩,৬৭৪। এই সংখ্যা যদি সত্যই 'আদম শুমারী' হতে নেয়া হয়ে থাকে, তাহলে সরকারের প্রশাসন যন্ত্রকে 'বাহবা' না দিয়ে পারা যায় না। ইহা অযোগ্যতার পরাকাষ্ঠা বই আর কিছুই নয়। মনে হয় মহামান্য বক্তা পাকিস্তানে আহমদী জনসংখ্যাকে ৬০ (ষাট) দ্বারা ভাগ করে ঐ সংখ্যায় উপনীত হয়েছেন। আহমদীদের বার্ষিক সম্মেলনে ২,৫০,০০০ (দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার) আহমদীর সমাগম হয়, আর এ সংখ্যা পাকিস্তানের আহমদী জনসংখ্যার মাত্র একটি ক্ষুদ্র অংশ। আহমদীদের সংখ্যাকে বাড়ায়ে দেখাবার কোন ইচ্ছা বা প্রয়োজন নাই। এটা স্বীকৃত সত্য যে, আহমদীরা সেদেশের একটি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু জামাত। কিন্তু তারা একথাও মানতে পারে না যে, তাদের প্রকৃত সংখ্যাকে ষাট দ্বারা ভাগ করা হোক। তদুপরি, তাদের সংখ্যা যদি এতই নগণ্য হয়, তাহলে অধ্যাদেশ জারি করার মত এত বড় গুরুতর পদক্ষেপের প্রয়োজনই বা বোধ করা হলো কেন? এত নগণ্য সংখ্যক লোক আট কোটি লোকের ভীতির কারণ হয়ে গেল?

উর্দ্ধতণ চাকুরী ঃ ইহা সত্য যে, আহমদীরা উচ্চতর পদে সংখ্যানুপাতে হয়তবা কিছু বেশী আছেন। কিন্তু ইহাতো চিরায়ত মেধাভিত্তিক নিয়োগের ফল। আহমদীরা তাহাদের উচ্চতর ও উচ্চ-মানের সর্বাংগীনশিক্ষা, সততা, পরিশ্রম, কর্তব্য পরায়ণতা ও নির্ভরযোগ্যতার জন্য পরিচিত। তদুপরি তাদের রয়েছে সত্যিকার দেশপ্রেম। আত্মত্যাগের মহিমার জন্য তারা সর্বদা ও সর্বত্র প্রশংসিত। তারা উচ্চপদে সমাসীন থাকলেও কাহারো অনুগ্রহের ফলে তাহা ঘটেনি। দেশের মংগলার্থেই তাদেক উচ্চপদে নেওয়া হয়েছে। আহমদী মুসলমানরা পাকিস্তানের আকাশের উজ্জ্বল তারকা বিশেষ। কেননা তারা একটি সুশৃংখল প্রতিষ্ঠানের, সুসভ্য জামাতের সুশীল-সচ্চরিত্র নাগরিক। এমনটি ঐ দেশে দ্বিতীয় নাই। বেশ ক'জন শ্রেষ্ঠ জেনারেল, শ্রেষ্ঠ কূটনীতিক ও বৈজ্ঞানিক আহমদীর ঘর হতে এসেছেন। এ কারণেই, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খানকে আহমদী জেনেই পাকিস্তানের প্রথম পররাষ্ট্র মন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন। এই স্যার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান ,শেষ পর্যন্ত দুই দুইবার আন্তর্জাতিক আদালতের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

হন এবং এই হিসাবেই বয়সোত্তীর্ণ অবস্থায় অবসর গ্রহণ করেন। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী পদেও তিনি এত দীর্ঘকাল স্থায়ী ছিলেন যে, পাকিস্তানের ইতিহাসে অন্য কেহ এত দীর্ঘ সময় এ দপ্তরের মন্ত্রীত্ব করেন নি। নিখিল বিশ্বের একমাত্র মুসলমান যিনি 'নোবেল প্রাইজ' প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনিও একজন আহমদী।

তবে এ কথা সত্য যে, সেদিন বাসি হয়ে গিয়েছে, যখন মেধার মূল্য ছিল। এখনতো পাকিস্তানের আত্মীয়-তোষণ আর তোষামোদ নীতি প্রাধান্য লাভ করেছে। আহমদীগণকে গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে সরায়ে ফেলা হচ্ছে। এমনকি, একজন ষ্টেনোগ্রাফারকে পর্যন্ত সরকারী চাকুরী হতে সরে যেতে হয়েছে শুধু আহমদীয়াতের কারণে।

বৃটিশের আনুগত্য এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম ঃ —একথা সত্য, আহমদীরা বৃটিশের অনুগত ছিল। আহমদীদের নীতি ইহাই যে, প্রতিষ্ঠিত সরকারের প্রতি অনুগত থাকা। তারা শান্তিপ্রিয় সম্প্রদায়। তদুপরি, বৃটিশেরা ধর্মের স্বাধীনতাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছিল। পর-ধর্ম-সহিষ্ণুতার যে মহান দৃষ্টান্ত বৃটিশ সরকার রেখে গেছেন, সেখান হতে মোল্লাদের বহু কিছু শিখবার রয়েছে। সেকারণেই, পাকিস্তানের পক্ষে অংশগ্রহণকারীর শ্রদ্ধেয় পিতা ডাঃ মোঃ ইকবালও বৃটিশের প্রতি অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে তিনি উর্দুতে এক শোকগাথা লিখেছিলেন ঃ "আয়ে হিন্দ তেরে দারছে উঠা ছায়ায়ে খোদা" অর্থাৎ--হে ভারত, তোমার মস্তক হতে খোদার ছায়া উঠে গেল।" বৃটিশ সরকারের প্রতি এত আনুগত্যের পুরস্কার হিসাবেই তিনি 'স্যার' উপাধি পেয়েছিলেন।

কিন্তু এসব কথা সত্বেও, আহমদীরা স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রনী ভূমিকাই পালন করেছেন। কিন্তু সে সংগ্রাম ছিল শান্তিপূর্ণ পথে স্বাধীনতার সংগ্রাম। ঐ সংগ্রামের সময়, বর্তমানের পাকিস্তানী মোল্লাহর এই দলটিই, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতাকে 'কায়েদ আযমের' বদলে 'কাফেরে আজম' আখ্যা দিয়া পাকিস্তান বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

পীড়াদায়ক ধর্মমত ঃ—বলা হয়েছে যে, আহমদীরা পীড়াদায়ক কয়েকটি মতবাদ পোষণ করে। একথা অবশ্য বলা প্রয়োজন যে, আহমদীরা ইসলামের 'মৌলিক' বিশ্বাস মালার প্রত্যেকটিতে পুরাপুরি বিশ্বাস রাখে। একথাও বলা আবশ্যক যে, আহমদীরা এমন কোনও কথাতেই বিশ্বাস করে না, যাহা পবিত্র কোরআন কিংবা পবিত্র রসুল হতে উদ্ভূত হয়নি। অবশ্য স্বীকার করি যে, অনেকের মতে ধর্ম ত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদন্ড। আহমদীরা এ ব্যাপারে অন্য মত পোষণ করে। তারা বলে, ধর্ম-ত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদন্ড হতে পারে না, কেননা, কুরআন অনুযায়ী 'ধর্মের ব্যাপারে জবরদস্তি নাই'। ধর্মত্যাগে মৃত্যুদন্ড, কোরআন প্রদত্ত 'ধর্মীয়-স্বাধীনতা'র বিপরীত কাজ।

বাহাই ধর্ম ঃ--বাহাই ধর্ম ইসলামের মূল হতে উদ্ভূত অন্যগাছ হতে পারে। কিন্তু আহমদীয়ত তাহা নহে। আহমদীয়াতই পবিত্র ও সত্য ইসলাম। এই ধর্মীয় আন্দোলন এজন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যাতে ইসলামকে পুণরায় সঠিক ও স্বস্থানে নিয়ে গিয়ে, ইহার প্রাথমিক যুগের জীবন জোয়ার ও সৌন্দর্য-সৌকর্যকে ফিরিয়ে আনা যায়। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে নয় বরং ধীরগতিময় ক্রমবিকাশের মাধ্যমে। এরূপ সংগ্রামই ইসলামের নির্যাস।

সংখ্যালঘু ঘোষণা ঃ—আহমদীগণকে সংখ্যালঘু বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আমার মতে 'আধুনিক সংজ্ঞার রাষ্ট্রের" সাথে 'সংখ্যালঘু' কথাই খাপ খায় না। সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু প্রশ্নকে ঝেড়ে মুছে দিয়ে, একটি রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের পূর্ণ ও সমান অধিকার থাকলেই সেটা হয় সত্যিকারের আধুনিক রাষ্ট্র।

অধ্যাদেশটি ফেরকাবাজীর অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে আবহাওয়াকে একেবারে অসহনীয় করে তুলেছে। আশ্চর্যের ব্যাপার ইহাই যে, আহমদীদের ধর্ম-বিশ্বাসকে ভৌগলিক সীমানায় চিহ্নিত করা হয়েছে। পাকিস্তানে যে আহমদীরা অ-মুসলিম, ভারতে গেলে তারাই মুসলিম। অথচ ভারতে যত মুসলিম

আছে, পাকিস্তানে তত সংখ্যক মুসলিমও নাই। এই একই কসরৎ দেখা দিবে ৪৫টি মুসলিম দেশে। আহমদীরা কোনও দেশে মুসলিম, আর কোনও দেশে অমুসলিম হয়ে বাস করবে। দেশ পরিবর্তনের মাহাত্মে, ধর্মও 'মুসলমান-অমুসলমান-মুসলমান' ইত্যাদিতে পরিবর্তিত হতে থাকবে! কি তামাসা!

মূল প্রশ্ন হল ঃ আমরা যদি একজনের ধর্ম যাচাই করতে চাই, সে মুসলিম, না হিন্দু, না খ্রীষ্টান, না ইহুদী, তাহলে কি করতে হবে? অতি সরল উত্তর এই যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করুন এবং আজ যদি সে বলে যে, সে মুসলিম, আবার কাল যদি সে বলে যে, সে খ্রীষ্টান হয়ে গেছে, তাহলে তা বলার তার পূর্ণ অধিকার ও স্বাধীনতা রয়েছে। এ ব্যাপারে জাগতিক কোনও শক্তি নাই, কোনও কোর্টকাচারী বা বিচারক নাই, যারা তার সত্যিকার ধর্মানুগত্যের উপর নিজের মনগড়া কোন 'রায়' দিতে পারে। অন্যের জন্য একটি ধর্মীয় নাম নির্দ্ধারণ করা মানে নিজের ধর্মপরায়ণতার প্রদর্শনী করা ছাড়া আর কিছুই নয়। এরূপ হীন কাজের সবখানেই অবসান হওয়া উচিত। নিজের আত্মার অনুসন্ধান করুন।

মিঃ চেয়ারম্যান! পাকিস্তানের দুর্ভাগ্য যে, বর্তমানে দেশটি মোল্লাতন্ত্রের আওতায় চলে গেছে। পাকিস্তানের বর্তমান শাসকও এক মোল্লার পুত্র। মোল্লাতন্ত্র ও অসহিষ্ণুতা একই কথা। মোল্লার অপর নাম অসহিষ্ণুতা। পাকিস্তানের সম্মানিত অংশগ্রহণকারীর পূর্বসুরী ছিলেন জাষ্টিস মোহাম্মদ মুনীর। তিনিও লাহোর হাই কোর্টের চীফ জাষ্টিস ছিলেন। জাষ্টিস মুনীর ধর্মীয় গোলযোগের ইনকোয়ারী করতে যেয়ে মোল্লাদের সম্বন্ধে বলেছেন :— "মোল্লাদের হাতে 'ইসলাম' এমন একটা অস্ত্র, যাহা তাহারা ইচ্ছামাফিক রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর পক্ষে-বিপক্ষে একবার হাতে তুলে নিতে পারে, একবার হাত হতে নামায়ে রাখতে পারে।" (ইনকোয়ারী রিপোর্ট, পৃষ্ঠা ২৫৪)।

মিঃ চেয়ারম্যান! আমরা এমন একটা দেশের কথা বলছি, যেখানে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি দ্বারা আইন পাশ হয় না বরং একজন সামরিক শাসকের কলমের খোঁচায় আইন পাশ হয়ে যায়। সাধারণ মানুষের সহানুভূতি লাভের জন্য, তিনি আহমদী মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিষোদগার শুরু করেন এবং মোল্লাদের উস্কানী পেয়ে শেষ পর্যন্ত এ অধ্যাদেশটি জারি করেন। কিন্তু জনগণ তাহার অভিসন্ধি বুঝে ফেলেছে। তথাকথিক নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে, ১৯শে ডিসেম্বর জনমত যাচাইয়ের এক প্রহসন করা হবে যার ফলাফল পূর্বেই নির্ধারিত ছিল। যদি জনমত যাচাই 'না-বোধকও' হয়, তথাপি ক্ষমতা সেই সামরিক শাসকের হাতেই থাকবে। আজ সকালেই সংবাদ বেরিয়েছে যে, এ জনমত যাচাই' কর্মসূচীর যারা বিরোধিতা করবে তাদের জন্য তিন বৎসরের কারাগার বাস নির্দ্ধারণ করে একটি অধ্যাদেশ জারি করা হচ্ছে। এই জনমত যাচাই জনগণকে ও জগৎকে ধোকাদান ছাড়া কি হতে পারে?

ধর্মীয় আদালত ঃ পাকিস্তানে সাধারণ সিভিল কোর্ট ছাড়াও মিলিটারী আদালত রয়েছে। এগুলি যেন যথেষ্ট নয়। সামরিক সরকার জনগণের সহানুভূতি লাভের উদ্দেশ্যে এর উপর আবার ধর্মকোর্ট স্থাপন করেছেন। এই আহমদী বিরোধী অধ্যাদেশটির উপর

বৈধতার রং চড়াবার জন্য, উক্ত তথাকথিত ধর্মীয় (শরীয়তী) কোর্টকে দিয়ে একটি 'রায়' বানিয়ে নেয়া হয়েছে। কিন্তু এই কোর্টের প্রসিকিউটার, সাক্ষী এবং বিচারক একই। এর সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও কাজ এতটুকুই ছিল যে, সরকারকে সহায়তা করা। এবং একাজটিই কোর্ট করে দিয়েছে! বিচারকগণ তাঁদের উদ্দেশ্য গোপন রাখেন নি। শুনানী শেষ হবার পূর্বেই বিচারকগণ আহমদী বিরোধী মনোভাব বার বার ব্যক্ত করেছেন।

মিঃ চেয়ারম্যান! আমার বক্তব্য শেষ করার পূর্বে আমি পাকিস্তানের মাননীয় অংশ-গ্রহণকারীর সমীপে একটি আন্তরিক, সৎ, সনির্বন্ধ ও জরুরী অনুরোধ জ্ঞাপন করতে চাই। তাঁর উচ্চ পদমর্যাদার সুবাদে তিনি পাকিস্তান সরকারের উপর যথেষ্ট প্রভাব খাটাতে পারেন। তিনি যদি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন, তবে পাকিস্তানের এই উল্টা-দৌড় যাহা সুন্দর পাকিস্তানকে বিশ্বের অন্যান্য দেশে হাস্যাস্পদ করে তুলেছে, হয়ত থামাতে পারবেন। পাকিস্তানের শোচনীয় অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে পড়েছে এজন্য যে, সরকারী নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমগুলি সকল রকমের সত্য খবর চেপে রাখছে, জনগণকে কিছুই জানতে দিচ্ছে না। আর জনগণ যেটুকু জানতে পারছে, তা ভুল তথ্যে পরিপূর্ণ। এমনকি, জ্ঞানী উদারমনা বুদ্ধিজীবিরা পর্যন্ত সত্য খবরের জন্য অন্য মাধ্যমের মুখাপেক্ষী হন।

মাননীয় অংশগ্রহণকারী—লাহোর হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি, তাঁর নিজের খ্যাতি যশ ও সততা এবং তাঁর পূর্বপুরুষগণের আত্মা তাঁর কাছে ইহাই দাবী করে যে, সরকার যেন আহমদীদের বিরুদ্ধে এতবড় জঘণ্য অবিচার না করে। অন্যথায়, ফেরকাবাজীর আগুন সমস্ত দেশে এমনভাবে ছেয়ে যাবে যে, তখন কোনও প্রচেষ্টাই কাজে আসবে না। আইন-শৃংখলার ব্যাপারে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা প্রয়োজন। শান্তি, নিরাপত্তা, নৈতিকতা ও স্বাস্থ্যের প্রতি হুমকী আহমদীরা নিশ্চয়ই নহে। পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় হুমকী হচ্ছে মোল্লার দল, যারা লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও কাটাকাটি-মারামারির কাজে উৎসাহ যোগায়ে থাকে। অসহিষ্ণুতাকে দূরে সরাতে হলে মোল্লাগিরির দমন করতে হবে। এদের হীনমন্যতা ও কূপমণ্ডুকতাই অসহিষ্ণুতার জন্ম দেয়, যা পরিণামে নিরীহ জনগণের উপর অত্যাচার ও প্রাণনাশের কারণ হয়।

আমি আশা করব যে, আমার কথাগুলি শ্রদ্ধেয় ও মহামান্য পাকিস্তানী অংশগ্রহণকারীর কানের ভিতর দিয়া যেন হৃদয়ে ঠিক ঠিকই প্রবেশ করে। কেননা, তাঁর উপরে বর্তেছে এক মহান দায়িত্ব।

মিঃ চেয়ারম্যান, ধন্যবাদ।

(লণ্ডন হইতে প্রচারিত ইংরাজী বুলেটিন হইতে অনুদিত:)

অনুবাদ: মকবুল আহমদ খান

সংবাদ

পাকিস্তানে ইসলামের নামে কলঙ্কময়ী সাম্প্রতিক ঘটনাবলী

সাম্প্রতিককালে পাকিস্তানে আহমদী মুসলমানদের বিরুদ্ধে জুলুম ও অত্যাচারের এক নূতন প্রবাহ জোরেশোরে বইতে আরম্ভ করেছে। আহমদীয়া জামাতের মসজিদ সমূহে আজান বন্ধ করার পর এবং সেগুলির প্রবেশদ্বারের ললাটে লিখিত কলেমা তৈয়ব 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর পবিত্র শব্দগুলি বলপূর্বক মুছে ফেলার অসংখ্য ঘটনার পর এখন কলেমা তৈয়ব লিখিত ব্যাজ ও ষ্টিকার আহমদীদের টুপি, বক্ষ ও মোটর কার থেকেও পাকিস্তানী সামরিক সরকারের আদেশে কেড়ে নেয়া হচ্ছে এবং মোটরকারে টুপিতে ও বুকে কলেমা তৈয়ব ধারণ করার অপরাধে তাদেরকে গ্রেফতার করা হচ্ছে। প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী এ পর্যন্ত পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে গ্রেফতার করার পর অনেক আহমদীকে নির্মমভাবে মারধরও করা হয়েছে। মারধর চলাকালীন আহমদীরা অবিচলচিত্তে উচ্চকণ্ঠে 'কলেমা তৈয়ব' অবিরাম পাঠ করতে থাকেন। ১২৭ জন আহমদীকে উক্ত অভিযোগে পুলিশ গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে। গ্রেফতারের এ সকল ঘটনা নিম্নবর্ণিত শহরগুলিতে সংঘটিত হয়: ফয়সালাবাদ (৪২ জন) সাহীওয়াল (২৩ জন) আওকাড়া (২০ জন) করাচী (৪০ জন) গোজরা (১ জন) ও গোজরানওয়ালা (১ জন)। এমনও হৃদয়বিদারক ঘটনার সংবাদ পাওয়া গিয়েছে যে, বহু স্থানে পবিত্র কলেম তৈয়বের বেহুরমতি (অমর্যাদা) করা হয়েছে। আহমদীদের বক্ষে ও টুপিতে আল্লাহর তৌহিদ ও রসুলুল্লাহর রেসালতের ঘোষণা সম্বলিত কলেমা তৈয়ব লিখিত পবিত্র শব্দগুলি অদূরদর্শী সরকারের কর্মচারীরা ছিড়ে ভেঙ্গে টুকরো-টুকরো করেছে, ছুঁড়ে ফেলে ভূলুণ্ঠিত ও পদদলিত করেছে। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

পশ্চিম জার্মানীতে দুইটি নূতন প্রচার কেন্দ্র

আল্লাহতায়ালার ফজলে ইংলাণ্ডে লণ্ডনস্থ মসজিদে-ফজল হতে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরবর্তী টিলফোর্ডে বিশাল স্কুল বিল্ডিং ইত্যাদি সহ ২৫ একর জমির উপর একটি বহুমুখী আহমদীয়া প্রচার কেন্দ্র (ইসলামাবাদ নামে) স্থাপনের পর সম্প্রতি পশ্চিম জার্মানীতে অনুরূপ দুটি নূতন কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে দুটি ভূখণ্ড ক্রয় করা হয়েছে:

১। ফ্রাঙ্কফোর্ট থেকে ২০ মাইল ব্যবধানে Gross Gerau নামক মোকামে ২৪ হাজার বর্গ মিটার (৬ একর) পরিমান জমি ক্রয় করা হয়েছে। এ জায়গাটি ফ্রাঙ্কফোর্ট থেকে Gross Grau গামী রাজপথের পার্শ্বে এবং শহর প্রান্তে অবস্থিত এবং এখানে পূর্ব নির্মিত একটি বহুকক্ষ বিশিষ্ট বিল্ডিংও আছে। স্মর্তব্য যে, সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) সাম্প্রতিক ইউরোপ সফর কালে উক্ত জায়গাটির নির্বাচন করেছিলেন।

২। কুলুন মহানগরীতে প্রায় এক মিলিয়ন মার্কে একটি বিশাল অট্টালিকা প্রচার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয়েছে। জমির আয়তন ১৫০০ বর্গ মিটার অর্থাৎ ১৬ হাজার বর্গ ফুট। অট্টালিকাটিতে দুটি হল আছে যেগুলির প্রতিটি আয়াতনে ২৭০ বর্গ

মিটার বা ২৩০০ বর্গ ফুট। এতদ্ব্যতীত, বেশ কয়টি কক্ষও রয়েছে। Rhein নদী সেখান থেকে দশমিনিট পথের ব্যবধানে অবস্থিত।

দোওয়া করুন যেন আল্লাহতায়ালা জামাত আহমদীয়ার ইসলাম-প্রচার-কেন্দ্র সমূহে উক্ত সম্প্রসারণটিকে অত্যন্ত বরকতময় করেন এবং ক্রমাগত উন্নতি ও সমৃদ্ধি দান করেন। আমীন।

স্কটল্যাণ্ডে নুতন কেন্দ্র স্থাপন

খোদাতায়ালার ফজলে স্কটল্যাণ্ডের ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ গ্লাসগো মহানগরীর মধ্যস্থলে একটি সুবিধাজনক পরিবেশে ইংল্যাণ্ডের জামাত আহমদীয়া সম্প্রতি ৩৫ হাজার পাউণ্ড মূল্যে একটি সুবিশাল অট্টালিকা ক্রয় করার তওফিক লাভ করেছে। এ অট্টলিকাটিতে দু'টি বড় হল, বহু কক্ষ এবং একটি পর্ণআবাসিক ফ্লাট রয়েছে।

দোওয়া জারী রাখুন যেন আল্লাহতায়ালা জামাতের উন্নতির পথে নুতন পদক্ষেপ গুলিতে রহমত ও বরকত নাজেল করেন।

ট্রিনিডাডে নুতন মসজিদ স্থাপন

আল্লাহতায়ালার ফজলে ট্রিনিডাডে সিপারিয়া মোকামে বিগত ৯ই ফেব্রুয়ারী '৮৫ইং তারিখে একটি নুতন মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। আল হামদুলিল্লাহ। ইহার ভিতরকার অংশের আয়তন হলো ৩০×৩০ বর্গফুট। ইহার নির্মাণ কাজ দেড় মাস মেয়াদে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। মসজিদটির ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠান কালে জামাতের অতি নিকটবর্তী একজন বন্ধু, যিনি এখনও বয়েত করেন নাই তিনিও অত্যন্ত এখলাসের সহিত এক হাজার পাউণ্ড নগদ পেশ করেছেন। জাযাহুল্লাহুতায়ালা।

ইংল্যাণ্ডে জামাত আহমদীয়ার বার্ষিক জলসা

ইংল্যাণ্ডে জামাত আহমদীয়ার সালানা জলসা ইনশাআল্লাহতায়ালা আগামী ৫, ৬ ও ৭ই এপ্রিল '৮৫ ইং তারিখে লণ্ডনের অনতিদূরে অবস্থিত টিলফোর্ডে 'ইসলামাবাদ' আহমদীয়া কেন্দ্রে বিরাট আয়োজনের সহিত আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ইহাতে উদ্বোধনী ও সমাপ্তি ভাষণ দান করবেন লণ্ডনে অবস্থানরত জামাত আহমদীয়ার প্রিয় ইমাম হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)। আশা করা যাচ্ছে যে, বিশ্বের সকল দেশ বা অঞ্চল থেকে বহু সংখ্যক আহমদী উক্ত ধর্মীয় ও রুহানী সম্মেলনে যোগদান করবেন। বাংলাদেশ থেকে আল্লাহতায়ালার ফজলে প্রায় বার জনেরও অধিক আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নী যোগদানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেছেন বলে আশা করা হচ্ছে। উক্ত সালানা জলসার সার্বিক কামিয়াবী এবং যোগদানকারীদের সর্বময় কল্যাণের জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট খাসভাবে দোওয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

(লণ্ডন থেকে প্রকাশিত উর্দু সাপ্তাহিক 'আল-নসর' থেকে সংকলিত)

সংকলন : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

সদর মেহমানদের উপস্থিতিতে ঢাকায় তবলিগী দিবস উদযাপিত এবং সদর বুজুর্গাণের সম্মানে টি পার্টির আয়োজন

আল্লাহতায়ালার খাস ফজল ও রহমতে বিগত ১৩ই মার্চ ১৯৮৫ ইং রোজ বুধবার স্থানীয় দা: ত: মসজিদ হল রুমে বাদ নামাজ আসর, এক বিশেষ তবলিগী সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এতদউপলক্ষে সদর হইতে আগত মেহমানদের সম্মানে এক চা-চক্রের আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রাবওয়া হইতে আগত কেন্দ্রীয় ওফ্‌দের আমীর ও পাকিস্তানের জেলা ও শহর শেখুপুরা জামাতের আমীর মোহতারম চৌধুরী আনোয়ার হুসেন সাহেব (এডভোকেট)। তেলাওয়াতে কোরআন পাক ও দোওয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। কোরআন তেলাওয়াত করেন জনাব হাফেজ মোহাম্মদ আবুল খায়ের। অতঃপর মোহতারম চৌধুরী শাব্বীর আহমদ (ওয়াকিলুল মাল আওয়াল, তাহরীকে জদীদ, সদর আঞ্জুমানে আহমদীয়, রাবওয়া) তাঁর সুললিত ও মনমুগ্ধকর কণ্ঠে দুররে সমীন হইতে নজম পেশ করেন। সভায় দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সারগর্ভ বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে (১) কলেমা ও উহার মাহাত্ম্য; এর উপর উর্দুতে বক্তব্য পেশ করেন মোহতারম মীর্যা মোহাম্মদ দ্বীন নাজ সাহেব (নায়েব সদর, মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, রাবওয়া) এবং উহার বাংলা তরজমা পেশ করেন মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব (সদর মুরুব্বী বাঃ আঃ আঃ)। (২) দ্বিতীয় বক্তৃতা ইসলাম প্রচারে আহমদীয়া জামাতের ভূমিকার উপর উর্দুতে বক্তব্য রাখেন মোহতারম চৌধুরী আনোয়ার হুসেন সাহেব (এডভোকেট), আমীর শেখুপুরা জামাত (পাকিস্তান) এবং বাংলায় উহার তরজমা পেশ করেন মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, সদর মুরুব্বী বাঃ আঃ আঃ। বক্তৃতা শেষে শ্রোতাবৃন্দের প্রশ্ন আহ্বান করা হয়। ইসলাম ও আহমদীয়াতের উপর। সভায় যোগদানকারী বহু উৎসাহী উৎসুক জেরে তবলীগ গায়ের আহমদী বন্ধুগণের বহু প্রশ্নের সুন্দরভাবে জবাব দান করেন সদর হইতে আগত মেহমানগণ, মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, আলহাজ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব ও মোহতারম মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব, আমীর ঢাকা আঃ আঃ প্রমুখ।

উল্লেখযোগ্য যে, এই তবলিগী সভা অত্যন্ত সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয় এবং মসজিদ হলরুমে বিপুল সংখ্যক শ্রোতামণ্ডলীর সমাবেশ হয়। সভার শেষ পর্য্যায়ে আসন সংকুলান না হওয়ায় অনেকে পিছনে দাঁড়াইয়া সভায় অংশগ্রহণ করেন। প্রশ্নোত্তর শেষে দোওয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়। দোওয়া করান ন্যাশনাল আমীর মোহতারম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব। অতঃপর সদর মেহমানগণ ও সভায় আগত সকল আহমদী ও জেরে তবলিগ ভ্রাতাগণ তাহাদের সম্মানে দেওয়া টি পার্টিতে অংশগ্রহণ করেন এবং সেই সঙ্গে ভি-সি-আর-এ খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) প্রদত্ত জুময়ার খোৎবা প্রদর্শন করা হয়।

সংবাদদাতা—**মোহাম্মদ সালেক**
সেক্রেটারী, তবলিগ কমিটি

'মসিহ মওউদ দিবস' উদ্‌যাপিত

ঢাকা ঃ

আল্লাহতায়ালার খাস ফজল ও রহমতে, বিগত ২৩শে মার্চ ১৯৮৫ ইং রোজ শনিবার বাদ মাগরেব স্থানীয় দাঃ তঃ মসজিদ হলরুমে ঢাকা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে পবিত্র 'মসিহ মওউদ দিবস' উদযাপিত হয়। উক্ত সভায় তেলাওয়াতে কোরআন পাক করেন জনাব হাফেজ মোহাম্মদ আবুল খায়ের। অতঃপর দোওয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। দোওয়া করান জনাব মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, সদর মুরুব্বী। জনাব কাওসার আহমদ সাহেব (নায়েব ন্যাশনাল কায়েদ-২) সুললিত কণ্ঠে দুররে সমীন হইতে নজম পাঠ করেন। অতঃপর মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব কোরআন, হাদিস ও বিভিন্ন ধর্মে হযরত মসীহ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যতবাণী ও ইহার পূর্ণতার বিষয়ে সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তব্য পেশ করেন। অতঃপর মৌলানা আব্দুল আজীজ সাদেক সাহেব হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর জীবন আদর্শ ও শিক্ষার উপর বিশদভাবে বক্তব্য রাখেন। মোহতারম মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব (আমীর, ঢাকা আঃ আঃ) ইসলামের জন্য হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর অবদান বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন এবং অবশেষে সভাপতির ভাষণে মসীহ মওউদ দিবস উদযাপনের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দান করেন। দোওয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়।

খাকসার— **মোহাম্মদ সালেক**
জেঃ সেঃ, ঢাকা আঃ আঃ

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ঃ

২৩শে মার্চ রোজ শনিবার বেলা ৪-৩০ মিঃ মসজিদ মোবারকে উৎসাহ, উদ্দিপনার সহিত 'মসিহ মাওউদ দিবস' পালিত হয়। বাদ আছর খাকছারের সভাপতিত্বে সভার কাজ আরম্ভ হয়। কোরআন তেলাওয়াত করেন জনাব এস. এম, রহমতুল্লা, বাংলা নজম শুনান জনাব মোবারক আহমদ। অতঃপর মসিহ মওউদ দিবসের মর্যাদা ও তাৎপর্য্য সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় জনাব ছলিমুল্লাহ্ সাহেব (সদর মোয়াল্লেম) সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। অতঃপর সভাপতির ভাষণে জামাতের উচ্চ মর্যাদাকে উপলব্ধি করিয়া তদনুযায়ী আমল করার জন্য সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। দোওয়ার পর সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। মহিলাগণও পর্দার ব্যবস্থায় সভায় যোগদান করেন।

খাকসার— **মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন**
ভাইস প্রেসিডেন্ট, বি বাড়ীয়া জামাত আঃ

নারায়ণগঞ্জ ঃ

নারয়াণগঞ্জ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার উদ্যোগে বিগত ২৩শে মার্চ ১৯৮৫ ইং রোজ শনিবার বাদ আসর, মিশন পাড়ায় অবস্থিত জামাতের মসজিদে, আল্লাহতায়ালার ফজলে কামিয়াবীর সহিত মসীহ মওউদ (আঃ) দিবস পালন করা হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন

জামাতের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব হেলাল উদ্দিন আহমদ সাহেব, পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন, জনাব বদরউদ্দিন আহমদ সাহেব। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) প্রণীত নযম পাঠ করে শুনান জনাব মুসলিম উদ্দিন আহমদ সাহেব এবং চৌঃ হাফিজুল ইসলাম (তিফল)। অতঃপর উক্ত দিবসের তাৎপর্য, সীরাতে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ), সাদাকাতে মসীহ মওউদ এবং মসীহ মওউদ (আঃ) এর পবিত্র কর্মময় জীবনের উপর মনোজ্ঞ আলোচনায় অংশ-গ্রহণ করেন জনাব মৌঃ মোস্তফা আলী সাহেব, মৌলভী ফজলুল করীম মোল্লা সাহেব, জনাব হামিদ উল্লাহ সিকদার সাহেব, জনাব মইনউদ্দিন আহমদ সাহেব, এবং ট্রেনী মোয়াল্লেম জনাব আহমদ মাহমুদ শরীফ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা নারায়ণগঞ্জ মঃ আনসারুল্লাহ করেন জয়ীমে আলা জনাব এ. টি. এম. শফিকুল ইসলাম সাহেব। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে মিষ্টান্ন পরিবেশন করা হয়। ইজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে এই বরকতপূর্ণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

খাকসার—মইনউদ্দীন আহমদ, জেঃ সেঃ পাঃ গঞ্জ আঃ আঃ

তেমনিভাবে, বাংলাদেশের অন্যান্য জামাতেও—যেমন চট্টগ্রাম, ক্রোড়া, খুলনা, আহমদনগর (দিনাজপুর), পটুয়াখালী ইত্যাদি স্থানগুলিতেও উৎসাহ-উদ্দীপনা ও যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত এই পবিত্র দিবসটি আলোচনা-সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপিত হয়। স্থানাভাবে পত্রিকায় সেগুলির বিবরণ প্রকাশ করা গেল না।

(সঃ আহ্‌মদী)

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৬০তম সালানা জলসা

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আঃ আঃ-এর ৬০তম সালানা জলসা আগামী ২৬ ও ২৭শে এপ্রিল '৮৫ইং মোতাবেক বাংলা ১৩ ও ১৪ই বৈশাখ ১৩৯২ রোজ শুক্র ও শনিবার, মসজিদ মোবারক প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইবে ইনশাআল্লাহতায়ালা। ইহাতে জামাতের বিভিন্ন আলেম ও বিশিষ্ট চিন্তাবিদগণ ধর্মীয় গুরুত্ববহ বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়াবলীর উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য পেশ করিবেন। সকল আহমদী ভ্রাতাকে সবান্ধব উক্ত জলসায় যোগদানের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাইতেছি। জলসার সার্বিক সফল্যের জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী খাসভাবে দোওয়া জারী রাখিবেন।

ওয়াসসালাম

খাকসার—আব্দুল আজিজ খান

চেয়ারম্যান, জলসা কমিটি, আঃ আঃ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

তারুয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫০তম সালানা জলসা অত্যন্ত সাফল্যের সহিত উদযাপিত

মহান করুণাময় আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজল ও করমে তারুয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫০তম সালানা জলসা তারুয়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মসজিদ প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত সামিয়ানার নীচে অত্যন্ত শান্তি ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে বিগত ৮ ও ৯ই মার্চ রোজ শুক্র ও শনিবার ১৯৮৫ তারিখে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ। আশেপাশের বিভিন্ন জামাত এবং দূরের কোন কোন জামাত হতে প্রায় এক হাজারের অধিক ভ্রাতা এই আধ্যাত্মিক

জলসায় যোগদান করেন। দুই দিন ব্যাপী জলসায় তিনটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বিগত বৎসর গুলির মতো এবারেও আল্লাহতায়ালার ফজলে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের অনুমতি ক্রমে ঢাকা থেকে প্রতিনিধিগণ এসেছিলেন। তাঁরা হলেন জনাব মাজহারুল হক সাহেব, সেক্রেটারী এসলাহ ও এরশাদ, বাঃ আঃ (সদর মুরুব্বী) ফারুক আহমদ সাহেব, সদর মুরুব্বী আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব, প্রশিক্ষণরত মোয়াল্লেম জনাব আবুল খায়ের সাহেব।

৮ই মার্চ, বাদ জুময়া

বেলা ২-৩০ মিঃ হইতে জলসার উদ্বোধনী অধিবেশন বাঃ আঃ আঃ এর সেক্রেটারী এশলাহ ও এরশাদ জনাব মাজহারুল হক সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা থেকে আগত প্রশিক্ষণরত মোয়াল্লেম জনাব আবুল খায়ের সাহেব পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন এবং দোওয়া পরিচালনা করেন অধিবেশনের সভাপতি সাহেব। নযম পাঠ করেন জনাব এম, এম নঈম উল্লাহ সাহেব। অতঃপর জলসায় আগত মেহমানদের উদ্দেশ্যে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন জলসা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব ডাঃ মৌঃ আহমদ আলী সাহেব। তারপর ঢাকার জলসায় পঠিত হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)-এর গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী '৮৫ লণ্ডনস্থ ফজল মসজিদে মজলিসে এরফানে বিশ্বের আহমদীদের উদ্দেশ্য করিয়া যে বিশেষ ভাষণ প্রদান করেন উহার বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া শুনান জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব। এরপর মানব জীবনের উদ্দেশ্য, নযম, আমাদের জীবনে হযরত রসুলে করীম (সাঃ), হযরত ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু ও পুণরাগমন এই চারটি বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেন যথাক্রমে জনাব মৌলানা আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব (সদর মুরুব্বী), নযম মোহাম্মদ নুরুল হক সাহেব, জনাব মৌলানা ফারুক আহমদ সাহেব (সদর মুরুব্বী), জনাব মৌলানা মোহাম্মদ ছলিমুল্লাহ সাহেব (সদর মোয়াল্লেম)। অতঃপর সভাপতি সাহেব তরবিয়তে আওলাদ বিষয়বস্তুর উপর সারগর্ভ ভাষণদানের পর অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। অধিবেশন অনুষ্ঠান ঘোষণায় ছিলেন জনাব সিরাজুল ইসলাম সাহেব।

দ্বিতীয় অধিবেশন ঃ

৯ই মার্চ রোজ শনিবার '৮৫ সকাল ৮-৩০ মিঃ হইতে দুপুর ১১-৩০ মিঃ পর্যন্ত ঢাকা থেকে আগত ঢাকা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সেক্রেটারী ইসলাহ ও এরশাদ জনাব খন্দকার সালাহউদ্দিন সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কোরআন করীম তেলাওয়াত করেন জনাব মৌলভী শামসুজ্জামান খান সাহেব এবং নযম পাঠ করেন এস, এম, হাবিবুল্লাহ সাহেব। তারপর বিবাহ ও জীবন, কুরবানীর ফজিলত, নামায ও দোওয়ার গুরুত্ব উর্দু নযম, আহমদীয়া জামাতের সাংগঠনিক তৎপরতা, এইসব বিষয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা করেন জনাব মৌলভী ছলিমুল্লাহ সাহেব (সদর মোয়াল্লেম) জনাব মৌলভী আবদুল কাদের মণ্ডল সাহেব (প্রাক্তণ মোয়াল্লেম), জনাব মৌঃ ডাঃ আবুল কাশেম সাহেব, নযম পাঠ করেন নাছির আহম্মদ সাহেব (বি, বাড়ীয়া) জনাব মৌঃ আবুল কাশেম আনসারী সাহেব (স্থানীয় মোয়াল্লেম), তারপর

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর ইবনে মরিয়ম হওয়ার তাৎপর্য সম্পর্কে সমাপ্তি ভাষণ দান করেন অধিবেশনের সভাপতি জনাব খন্দকার সালাহ উদ্দিন সাহেব। অধিবেশনের ঘোষণায় ছিলেন জনাব, মোবাশ্বের আহমদ (ভাইস প্রেসিডেন্ট, তারুয়া আঃ আঃ)

তৃতীয় অধিবেশন

জলসার তৃতীয় ও সমাপ্তি অধিবেশন একইদিনে বিকালে ২-৩০ মিঃ হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত মৌলানা ফারুক আহমদ সাহেব (সদর মুরুব্বী এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। চলতি অধিবেশনে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন ঢাকা থেকে আগত জনাব ফজলুল করীম মোল্লা সাহেব, নযম পাঠ করে শুনান ইব্রায়েতুল হাসান সাহেব, অতঃপর বয়াতের গুরুত্ব, ইসলাম ও বিশ্ব শান্তি ইসলাম ? খেলাফত এই তিনটি বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেন জনাব মৌঃ ডাঃ শেখ হেলাল উদ্দিন সাহেব, জনাব মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব (সদর মুরুব্বী) এবং জনাব মোস্তফা আলী সাহেব, তারপর হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতঃ এই বিষয়ের উপর সর্বশেষ বক্তৃতা করেন জনাব মৌলানা ফারুক আহমদ সাহেব (সদর মুরুব্বী)। জলসায় আগত মেহমানদের উদ্দেশ্যে শুকরিয়া আদায় করেন জলসা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মৌঃ ডাঃ আহমদ আলী সাহেব (প্রেসিডেন্ট স্থানীয় আঃ আঃ তারুয়া)। তারপর একটি বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়,বিবাহ পড়ান মৌঃ ফারুক আহমদ সাহেব, অতঃপর একজন ভ্রাতা বয়েত গ্রহণ করেন, আল্লাহতায়ালা যেন তার বয়াতের মধ্যে দিয়ে ঈমানের মজবুতি প্রদান করেন তার জন্য খাসভাবে দোওয়া করবেন এই আহ্বান জানিয়ে দোওয়া করান জনাব ফারুক আহমদ সাহেব (সভাপতি)। তারপর জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। তারুয়ার এই জলসায় যারা বিভিন্ন ভাবে আর্থিক ও সময় কোরবানী করেছেন তাদের জন্য বিশেষ করে জলসা উপলক্ষে যারা ছেলে মেয়েদের আকিকা দিয়েছেন তাদের দোওয়ার আবেদন জানাচ্ছি। সমাপ্তি অধিবেশনের অনুষ্ঠান ও দোওয়ার এলান ঘোষণায় ছিলেন খাকসার ইব্রায়েতুল হাসান।

সংবাদদাতা— ইব্রায়েতুল হাসান

নারায়ণগঞ্জে তবলিগী সেমিনার, খেলাধূলা ও পিকনিক অনুষ্ঠান

গত ১-২-৮৫ইং আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজলে ও করমে নারায়ণগঞ্জ আঞ্জুমানে স্থানীয় আহমদীয়া মজলিসের উদ্যোগে বাদ মাগরিব মাসিক তবলীগ সেমিনার অত্যন্ত সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ। সদর মুরুব্বী মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক সাহেবের সভাপতিত্বে কোরআন তেলাওয়াতের পর উপস্থিত মুরুব্বীগণ বক্তব্য রাখেন। নিমন্ত্রিত কয়েকজন জেরে তবলীগ ভাইয়েরা উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় পর্বে হুজুরের ক্যাসেট শুনানো হয়। তারপর প্রশ্নোত্তর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং চা-চক্র ও দোওয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কাজ সমাপ্ত হয়।

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী নারায়ণগঞ্জ মজলিসে খোঃ আঃ বিগত বৎসরের মতো এবারও জাক-জমকপূর্ণভাবে ব্যাডমিন্টন টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে বহু খোদ্দাম ও আতফাল

অংশ গ্রহণ করেন। উল্লেখযোগ্য যে একক, দ্বৈত, খেলায় রিকাবী বাজার মজলিস অংশ গ্রহণ করেন চূড়ান্ত খেলা দেখার জন্য বহু সদস্য উপস্থিত হন। একক খেলায় চ্যাম্পিয়ান হন জনাব হামিদ উল্লাহ সিকদার, রানার্স আপ মুজাফফর আহমদ (বাবু) দ্বৈত খেলায় হর্মভিন মাকসুদ দল চ্যাম্পিয়ান হয়।

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী প্রথম বার্ষিক পিকনিক সোনার গাঁয়ে আনন্দ মুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যাহ্নভোজ ও বিশ্রামের পর তবলীগী বই ও ফোল্ডার বিলি করা হয়। বাজামাত নামাজ আদায় ও চা-চক্রের পর দোওয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়। উক্ত পিকনিকে বহু খোদ্দাম আতফাল ও আনছার অংশগ্রহণ করেন।

সংবাদদাতা—মনির উদ্দিন আহমদ, কায়েদ না: গঞ্জ মঃ খোঃ আঃ।

জরুরী এলান

রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স ও পাক্ষিক আহমদী পত্রিকার গ্রাহক হউন
এবং অন্যকে গ্রাহক হতে উদ্বুদ্ধ করুন।

উল্লেখ্য যে, রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স একটি মাসিক ইংরেজী পত্রিকা। এই পত্রিকাটি হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এই গবেষণামূলক পত্রিকায় আহমদীয়া দৃষ্টিভংগীতে ধর্মীয় ব্যাখ্যা ছাড়াও বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে তুলনামূলক তথ্যাদিপূর্ণ গুরুত্ববহ আলোচনা থাকে।

বর্তমানে এই পত্রিকা ওয়াশিংটন হতে প্রকাশিত হচ্ছে। হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) এই পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য জোর তাকিদ দিয়েছেন। বাংলাদেশের জন্য বার্ষিক চাঁদা ১০০০/- একশত টাকা নির্ধারণ করেছেন। হুজুর আশা করেন যে, যাদের সামর্থ আছে এরূপ সব আহমদী ভাই ও বোন যেন যথাশীঘ্র এর গ্রাহক হন। গয়ের আহমদীগণকেও গ্রাহক করতে যেন তারা বিশেষ ভাবে চেষ্টা করেন। তা ছাড়া যারা পারেন তারা যেন নিজেরা উপরোক্ত হারে চাঁদা দিয়ে গয়ের আহমদী বন্ধু-বান্ধব এবং বিভিন্ন সংস্থাকে গ্রাহক করে দায় দা'য়ী ইলাল্লাহর পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

আহমদীদের জন্য পাক্ষিক আহমদী পত্রিকার বার্ষিক চাঁদা ৩০/- ত্রিশ টাকা। কোন গয়ের আহমদী বন্ধু-বান্ধব বা সংস্থাকে গ্রাহক করতে ২০/- বিশ টাকা বার্ষিক চাঁদা দিতে হবে। কোন গয়ের আহমদী যদি গ্রাহক হতে চান তবে তার জন্যও বার্ষিক চাঁদা ২০/- বিশ টাকা।

বাংলাভাষী ভাই বোনদের মধ্যে তবলীগ অর্থাৎ দায়ী ইলাল্লাহ'-র কর্তব্য সম্পাদনে আহমদী পত্রিকাও একটি কার্যকরী মাধ্যম।

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হুজুর (আইঃ)-এর এই দায়ী ইলাল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়ে উক্ত পত্রিকা দুইটির নিজে গ্রাহক হওয়া অপরকে গ্রাহক করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

আল্লাহ আমাদেরকে এই তৌফিক দান করুন।

শুভ বিবাহ

১। বিগত ৫।৩।৮৫ ইং শুক্রবার বাদ জুমুয়া ঢাকা দারুত তবলীগ মসজিদে, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নিবাসী অবসর প্রাপ্ত সদর মুরুব্বী মৌলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যা মোসাম্মাত সৈয়েদা নঈমা বেগমের সহিত নন্দনপুর (কুমিল্লা) নিবাসী ডাঃ আবদুল আজিজ সাহেবের মেঝ পুত্র জনাব মোহাম্মদ আবদুল বাতেন (এম এস, সি, এ জি পি এইচ ডি ফেলো)-এর শুভ বিবাহ বিশ হাজার এক টাকা দেন মোহর ধার্যে, সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান জনাব মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সদর মুরুব্বী এবং মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেব দোওয়া করান।

২। বিগত ১৭ই মার্চ '৮৫ ইং রবিবার বাদ নামাজে জোহর ঢাকা দারুত তবলীগ অডিটোরিয়াম হলে, জামালপুর নিবাসী মরহুম জনাব ওসমান উদ্দিন আহমদ সাহেবের দ্বিতীয়া কন্যা মোসাম্মাত মিসামাতুন্নেসার সহিত তাল্লুকপাড়া (কুমিল্লা) নিবাসী জনাব মোঃ আলী আকবর সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র জনাব আবুল কাশেম (বি, এ)-এর শুভ বিবাহ ৫ পাঁচ হাজার এক টাকা দেন মোহর ধার্যে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান সদর মুরুব্বী জনাব মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, এবং মোহতারম ন্যাশন্যাল আমীর সাহেব দোওয়া করান।

৩। ব্রাহ্মণবাড়ীয়া নিবাসী খন্দকার সাঈদ আহমদ (ওরফে আনু মিয়া)-এর ১মা কন্যা মোসাম্মাত বিলকিস আক্তারের সহিত বড়গাঁও হবিগঞ্জ (সিলেট) নিবাসী সদর মুরুব্বী মরহুম মৌলভী মমতাজ আহমদ সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র জনাব এ, টি, অলি আহমদ সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইউসুফ আহমদের শুভ বিবাহ ১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা) দেন মোহর ধার্য্যে বিগত ২০শে মার্চ '৮৫ ইং রোজ বুধবার বাদ আসর কন্যার পিত্রালয়ে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহ পড়ান সদর মোয়াল্লেম মৌলভী সলিমুল্লা সাহেব। অনুষ্ঠানে স্থানীয় (প্রেসিডেন্ট ও সাবেক প্রেসিডেন্টসহ) জামাতের বহু গণ্যমান্য সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

উল্লিখিত সকল বিবাহ সর্বতোভাবে বাবরকত হওয়ার জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট সবিশেষ দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

মুন্‌সীগঞ্জ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৩য় সালানা জলসা

আল্লাহতায়ালার অপার অনুগ্রহে মুন্‌সীগঞ্জ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৩য় সালানা জলসা বিগত ২৮ ও ২৯শে মার্চ রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার রমজানযেগে সার্বিক সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ এবং রেকাবী বাজার ও উহার আশেপাশের আহমদী ভ্রাতাগণ উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় যোগদান করেন। জলসায় দুইটি অধিবেশন, দুইটি প্রশ্নোত্তর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত এবং জুময়ার নামায আদায় করা হয়। উহাতেও সারগর্ভ খোৎবা প্রদান করা হয়।

প্রথম অধিবেশন ২৮শে মার্চ বেলা ২-৩০ মিনিট হইতে সূর্য্যাস্ত পর্যন্ত স্থানীয় প্রেসিডেন্ট জনাব গোলাম হোসেন সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মৌঃ অবদুল আজিজ সাদেক সাহেব তারপর দোওয়া অনুষ্ঠিত হয়। তারপর স্থানীয় জামাতের জলসা কমিটির সেক্রেটারী জনাব নুরুজ্জামান সাহেব অভ্যর্থনা ভাষণ দান করেন। নজম পাঠ করেন জনাব মুসলিম উদ্দিন সাহেব (না-গঞ্জ)। তারপর পাকিস্তানে কলেমা বিধ্বংসী কার্যকলাপ ও আহমদীদের কলেমা সংরক্ষণ বিষয়ে হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) কর্তৃক লণ্ডনে প্রদত্ত ভাষণটি পাঠ করে শুনান নারায়ণগঞ্জ মঃ খোঃ আঃ এর কায়েদ জনাব মনির উদ্দিত আহমদ। অতঃপর (১) হযরত মোহাম্মদ (সাঃ আঃ)-এর জীবনাদর্শ, (২) বর্তমান যুগ সম্বন্ধে পবিত্র কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ ও মানবের কর্তব্য ও (৩) ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যু ও পুনরাগমন— এ তিনটি বিষয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তৃতা করেন (১) জনাব মৌঃ মোস্তফা আলী সাহেব (২) জনাব মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব (সদর মুরুব্বী) এবং (৩) জনাব মৌঃ আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব (সদর মুরুব্বী)।

মাগরিব ও ইশার নামজ জমা আদায়ের পর প্রশ্নোত্তর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কয়েকজন জেরে তবলীগ গয়র আহমদী ভ্রাতার বিভিন্ন প্রশ্নের সন্তোষ জনক উত্তর দান করেন

মৌলবী আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব, জনাব মো: মোস্তফা আলী সাহেব ও মো: আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব। শেষে রাত্রি সাড়ে চারটায় নামাজ তাহাজ্জুদ মো: আবদুল আজিজ সাহেবের ইমামতিতে অনুষ্ঠিত হয়। এবং ফজরের নামাজ আদায়ের পর মৌ: আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব দাওয়াত ইলাল্লাহর উপর দরসে কুরআন প্রদান করেন।

২৯শে মার্চ সকাল ৮টা হইতে ১২টা পর্যন্ত জনাব মো: মোস্তফা আলী সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন করীম তেলাওয়াত করেন ডা: বিলাল হোসেন খান (রিকাবী বাজার) এবং নজম পাঠ করেন জনাব মুসলিম উদ্দিন সাহেব। অত:পর (১) ইসলামী খেলাফত ও উহার গুরুত্ব (২) খতমে-নবুওত ও উহার তাৎপর্য (৩) নামাজের গুরুত্ব (৪) দোওয়ার গুরুত্ব—এ চার বিষয়ে যথাক্রমে বক্তৃতা করেন (১) জনাব ফজলুল করীম মোল্লা সাহেব, (২) মৌ: আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব (৩) মৌ: আবদুল আজিজ সাদেক সাহেব এবং (৪) মোহতারম ডা: আবদুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব (নাজেমে আ'লা, বংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ)।

বেলা ১ ঘটিকায় জুম্‌য়ার নামাজ আরম্ভ হয়। দাওয়াত ইলাল্লাহ-এর বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে খোৎবা প্রদান করেন জনাব মৌ: আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব। নামাজ জুমুয়ার পর এতদোঞ্চলের গণ্যমান্য কিছু সংখ্যক ব্যক্তির সহিত হৃদয়গ্রাহী তবলিগী আলোচনা করেন জনাব ডা: আবদুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব। (আহমদী রিপোর্ট)

দোওয়ার আবেদন

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া আ: আ:-এর সেক্রেটারী উমুরে আমা জনাব খন্দকার সাঈদ আহমদ (ওরফে আনু মিয়া)-এর বৃদ্ধ মাতা তাহাজ্জুদের সময় অজু করিতে গিয়া পড়িয়া যাইয়া তাঁহার বাম কাঁধের হাড় ভাংগিয়া গিয়াছে।

তাঁহার আশু আরোগ্য, সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির খেদমতে খাসভাবে দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে।

মোবারক বাদ

"যতো: ধর্ম্ম স্ততো: জয়"
"সত্যের" কি ধ্বংস হয় !!
—"মিথ্যার" রহস্য রূপে বিমুগ্ধ মানব
পরিচিত---"সত্যের" সাজে সে দানব !
যখনই জাগিবে 'সত্যের' জয় জয় 'মৌজ'
তখনই দাখিল হবে অগণিত ফৌজ—
—'সত্যের' দ্বারে, আল্লাহর দ্বীনে।
মোবারক, মোবারক এ-য়ামীন প্রদ্যোত
আহ্‌মদীয়াতের বিজয়-ব্রতে হও অগ্রদূত !

—চৌধুরী আবদুল মতিন

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ মওউদ (আ:) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবেরউপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?"

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃ: ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No. 501379
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar